ক
২৬৬

ইয়ুসফ-জেলেখা।

পারসীক প্রধান কাব্য।

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের সাহায্যে

শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার কর্তৃক

[illegible] পয়ার প্রণীত।

শ্রীকাজী সফিউদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত,

কলুটোলা এমামবাড়ী [illegible] নং ৬

১২৬২

বিজ্ঞাপন।

[illegible]দিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে এই উপন্যা- [illegible] লেখা এবং আমি [illegible] গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রেজেষ্টরী করিয়া লইয়াছি। অতএব, কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত দণ্ড পাইবেন।

শ্রীকাজী সফীউদ্দীন
গ্রন্থ প্রকাশক।

[illegible] দিগের প্রণীত [illegible] রায় এণ্ড কোম্পানি [illegible] লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নয়না মঞ্জরী	[illegible]
[illegible]হার মদেনা	২
[illegible]লের মেওয়ার	৸০
কলিচরিত	
যোজনগন্ধা	
মৃণালিনী যামিনীভান	॥০
কেমার অধ্যয়ন	।০
শুকোপাখ্যান	।৶০
গোছ মুন্সর	৵০
ভ্রান্তরসামৃত	[illegible]
কুসুমকেলি	।৶০
সুলভ-পত্রিকা ৭ সংখ্যা	।৶১০

ভূমিকা।

এই জেলেখা পারসীক ভাষার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলতঃ ইহার মূল গ্রন্থের যে কি পর্য্যন্ত অমৃতময় রস, তাহা বর্ণনাতীত। তাহা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। আমাদিগের সংস্কৃত কবির মধ্যে মহাকবি কালিদাসের কাব্য সমূহ, ও বাঙ্গলা ভাষায় কবীন্দ্র ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য, এবং ইংরেজদিগের কবিবর সেক্সপিয়রের কাব্য নাটক যে প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহীমান্য, পারসীক ভাষার মধ্যে ইসফ-জেলেখা তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ও আদরণীয়। এই কারণে আমি সেই অত্যুপাদেয় কাব্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় কবিতায় রচনা করিলাম। এ বিষয়ে আমি যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি বলিতে পারি না। পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর রহিল।

এক্ষণে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, যে কবিবর শ্রীযুক্ত রামরসামৃত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থকার মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তিনি এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহসী হইয়া ইহা প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা,
২৭ মাঘ

শ্রীহরমোহন কর্ম্মকার

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্র প্রকাশ হইবে

গোলে হোরমুজ স্বাক্ষরকারির প্রতি		১।০
শাহানামা	ঐ	৩
লক্ষ্মীবিলাস	ঐ	৵১০
সুশীলাসতী	ঐ	॥০
ভ্রাতৃদমন		।৵০

সূচীপত্র।

হেমন্ত-লেখা।

নব্যপ্রধান পারসীক কাব্য।

মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বব্যাপি নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।
সকলের মূল স্থূল সূক্ষ্ম সনাতন॥
আত্মারূপে অনিবার সর্ব্বত্রে নিবাস।
আদি অন্ত নাহি যাঁর করিতে প্রকাশ॥
ভজ মন তাঁর পদ দৃঢ় করি মন।
জপ তাঁরে যেই জন জগতজীবন॥
মিথ্যা মায়া কর ত্যাগ ভাবি তাঁর পদ।
যে রূপে হইবে লাভ নিজ মুক্তিপদ॥
বদ্ধ হলে বান্ধবের প্রণয়ের পাশে।
নন্দনের স্নেহে কলত্রের প্রেম রসে॥

অনিত্য সংসার মধ্যে দুরাচার মন।
গুরুপদ বিনা নাহি হইবে তারণ ॥
পাইবে পরম পদ সে পদ সেবিলে।
সে জ্ঞানে অজ্ঞান হত হয় ভাগ্য ফলে ॥
আশাকূপ হতে মন উঠিতে নারিলে।
মীন প্রায় মিথ্যা মায়া জালে গাঁথা হলে ॥
আনন্দ যে গুরু কৃপা করেন যাহারে।
সেই জন ভবসিন্ধু পার হতে পারে ॥

মম সম হতভাগী সংসারেতে নাই ।
কোন কর্ম্ম দোষে মনাগুণে শোক পাই ॥
এদেশ সতিনীগণ সবে পুত্রবতী ।
কেবল এ পুরী মধ্যে আমি দুঃখী অতি ॥
তবগুণে মম পাপ ক্ষমহ এবার ।
দীনেরে করহ দয়া কৃপা পারাবার ॥
কৃপাসিন্ধু বটে মম সব আশা তরি ।
দীননাথ পুত্র দান দেহ দয়া করি ॥
এইরূপে স্তুতি নিতি করেন বিনয়ে ।
কায়মনোবাক্যে ভগবানে আরাধিয়ে ॥
নিদ্রাহার ত্যজি সাধ্বী করেন রোদন ।
শয্যা ত্যাজ্য করি ভূমে করেন শয়ন ॥
রাহিলার স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান ।
কৃপা দৃষ্টে পুত্র বর কৈলেন প্রদান ॥
এক দিন মহারাণী শুদ্ধমতি হয়ে ।
পতি সহ রতাঙ্কে ছিলেন ঘুমাইয়ে ॥
দেখিলেন গুণবতী স্বপ্ন রজনীতে ।
ভূতলে পড়িল চন্দ্র গগণ হইতে ॥
ধরা হতে আসি শীঘ্র প্রবেশে উদরে ।
হেন স্বপ্ন হেরি শীহরিল কলেবরে ॥
চমকিত কায় রামা বসেন উঠিয়ে ।
জিজ্ঞাসেন মহীপালে অস্থির হইয়ে ॥

স্বপ্ন বিবরণ রাণী বলিলেন ভূপে।
শুনি নৃপ বলিলেন থাক চুপে চুপে॥
এই বার্ত্তা পুন না বলিবে কারে আর।
সুরূপ সন্তান হবে উদরে তোমার॥
এত বলি রহিলেন পরম আনন্দে।
[illegible] হল রাণী বিধির নির্ব্বন্ধে॥
[illegible]লে প্রসবকাল পরিপূর্ণ হল।
[illegible]ত শুভক্ষণে রাণী পুত্র প্রসবিল॥
হইল সে শিশুবর ভূমিষ্ঠ যখন।
রূপেতে উজ্জ্বল হল সকল ভুবন॥
ক্ষিতি মাঝে যত জীব হইল সৃজন।
ত্রিঅংশ পাইল রূপ সেই সর্ব্বজন॥
চতুরংশ রূপ দিয়ে ইউসফ নবিরে।
সৃজিলেন ভগবান অবনি ভিতরে॥
সে রূপ বর্ণিতে নাহি ক্ষমতা আমার।
মূল গ্রন্থে অংশ লিপি ছিল এ প্রকার॥
গুণজ্ঞ সদনে মম এই নিবেদন।
অংশ ক্রমে জানিবেন রূপের বর্ণন॥
ত্রিভুবনেতে ষড় অংশ রূপ মাত্র সার।
পাইলেন শিশুবর চতুরংশ তার॥
যেই জন নিরীক্ষণ করে সে বালক।
সেই জন বলে কেন হইল পলক॥

অপরূপ রূপ হেরি অতি চমৎকার।
বাক্য নাহি সরে মুখে দেখি সবাকার॥
সে রাজ্য মধ্যেতে ছিল যতেক রমণী।
শুনিয়ে শিশুর রূপ আইল অমনি॥
শিশুবরে যে জন করয়ে নিরীক্ষণ।
নিঃশব্দে থাকয়ে হয়ে আত্ম বিস্মরণ॥
স্বীয় স্বীয় গৃহ কার্য্য নাহি ধরে মনে।
হেরিয়ে শিশুর রূপ থাকে হত জ্ঞানে॥
কেহ বলে সর্ব্বব্যাপি প্রভু ভগবান।
এরূপে স্বরূপ করিলেন অধিষ্ঠান॥
ত্রিভুবনে কিসে হবে সেরূপ উপমা।
এরূপ নির্ম্মাণ বুঝি প্রভুর মহিমা॥
মহারাণী সে রূপ হেরিয়ে দুনয়নে।
সহস্র প্রণতি করিলেন ভগবানে॥
চিরদিন মনে তাঁর যত দুঃখ ছিল।
তাহা ফলে ততোধিক সন্তোষ হল॥
নৃপতি সে রূপ হেরি প্রমোদে পূরিল।
বহু ধন দীন দুঃখিগণে দান দিল॥
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি করে রামাগণ।
প্রমোদে পূরিয়ে করে মঙ্গলাচরণ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু প্রফুল্লিত কায়।
ঈষদ হাসিয়ে শিশু সবা পানে চায়॥

শিশুর কটাক্ষ বাণে জর্জ্জর হইয়ে।
মহৌষধি পান করে বদন চুম্বিয়ে॥
সে চন্দ্রবদনে শব্দ শুনি উচ্চারণ।
বিপিনে করিল বাস শুক পক্ষিগণ॥
পদে পদে শিশুবর অর্পিলে কি কাটে।
সে পদে হংস হারি উড়ে যায় মাঠে॥
এমনে হল অপরূপ রূপ গুণ।
তুলনা তাহার নাই জগতে অনুপ॥
অতঃপর চারিবর্ষ বয়ক্রম হল।
দ্বিতীয় নন্দন রাণী পুনঃ প্রসবিল॥
বনামিন নামক সে কনিষ্ঠ নন্দনে।
প্রসবিল গুণবতী অতি শুভক্ষণে॥
শুনিয়ে একুব নবি প্রমোদে পূরিল।
পঞ্চ বর্ষ মধ্যে দুই নন্দন জন্মিল॥
দ্বাদশ সন্তান হল ভূপতির ঘরে।
করেন প্রণতি স্তুতি পরম ঈশ্বরে॥
ইতিমধ্যে অকস্মাৎ বিপদ ঘটিল।
বিধির নির্ব্বন্ধে রাহিলার কাল হল॥
হাহাকার শব্দ হল সর্ব্ব পুরিময়।
শিরে হাত বসি কাঁদে দ্বাদশ তনয়॥
সকাতরে ক্রন্দন করেন নৃপবর।
বিষাদ ভাবিয়ে অতি হইয়ে কাতর॥

দুগ্ধপোষ্য শিশু যদি মাতৃহীন হয় ।
পালন কারণ নৃপ চিন্তিয়ে বিকল ॥
রাহিলার ভগ্নী এক ছিলেন স্বদেশে ।
বনামিনে অর্পণ করেন তাঁরে শেষে ॥
মা মাসী নহিলে শিশু রক্ষাই দুর্গম ।
মাসী পিসী হতে হয় পালন উত্তম ।
এ কারণে মহারাজ সঁপিলেন তাঁয় ।
বনামিনে লয়ে সেই নিজ পুরে যায় ॥
একুব নবির ভগ্নী ছিল দেশান্তরে ।
আইলেন ভ্রাতুষ্পুত্রে কেনান নগরে ।
রাহিলার কাল হল সম্বাদ পাইয়া ।
ইসফে লইতে এল একুবে চাহিয়া ॥
করুণা করিয়ে বলে একুব নিকটে ।
ঘন ঘন করাঘাত হানিয়ে ললাটে ॥
তব ভার্য্যা মরিলেন রেখে শিশুগণে ।
কি রূপে পালন হবে জননী বিহনে ॥
কন্যা পুত্র এসংসারে নাহিক আমার ।
একাকী বিধবা শূন্যপুরে আনিবার ॥
ইসফে আমাকে দেহ করিব পালন ।
না করিবে চিন্তা কিছু শুনহ রাজন ॥
এত বলি কাঁদে একুবের হস্তে ধরি ।
কাকুতি মিনতি অতি বারে বারে করি ॥

ভগ্নীর কাতরা বাক্যে ভুলিয়ে রাজন ।
ইসফেরে তাকে করিলেন সমর্পণ ॥
বলিলেন শিশুবরে করিবে পালন ।
অবহেলা উপেক্ষা করিবে কদাচন ॥
মর্ম্ম প্রাণ সমর্পণ করিয়ে তোমারে ।
দেক লয়ে যাব রাজ্য অধিকারে ॥
এ জনে দেখে দিলে কি ফল জীবনে ।
একজান হবে সুখ মায়ের সদনে ॥
সর্ব্বদা থাকিব আমি পাপিয়ে অমায় ।
সপিলাম নিজ প্রাণ করেতে তোমার ॥
উল্লাসিত হল রাখা ইসফে পাইয়ে ।
আকাশের শশী পায় হস্ত বাড়াইয়ে ॥
ইসফেরে চুম্বন দিল বদন কমলে ।
ইসফে লইয়ে পরে নিজালয়ে চলে ॥
সেরূপ দর্শন বিনা নাহি অন্য ধ্যান ।
সেই রূপ হৃদিমাঝে সদা ধ্যান জ্ঞান ॥
আত্ম পাসরিয়ে করে সেরূপ দর্শন ।
বদন হেরিয়ে করে সফল জীবন ॥
সুবর্ণের সিংহাসনোপরে শিশুবরে ।
মাতৃ সম দয়া শ্রদ্ধা করি রক্ষা করে ॥
অতি চমৎকার নানা বসন ভূষণ ।
মাণিক কলগা আদি জড়িত কাঞ্চন ॥

বস্ত্র অলঙ্কার নাহি প্রয়োজন তার।
তার রূপে শোভা পায় বস্ত্র অলঙ্কার॥
বসাইয়ে শিশুবরে রত্নসিংহাসনে।
নানা উপহার দ্রব্য যোগায় যতনে॥
মনের মানসে রূপ দেখে এক দৃষ্টে।
না করে চক্ষের আড় থাকে দৃষ্টে দৃষ্টে॥
শিশুর রূপেতে মগ্ন থাকয়ে সতত।
তিলেক না হেরিলে সে হয় মৃতবত॥
এই মত দিন কত রহিস্থিত হৈল।
ইউসফ বিহনে তথা প্রমাদ ঘটিল॥
না হেরিয়ে সে বদন এতুর কাতর।
মণিহারা ফণি প্রায় হইল কাফর॥

ইউসফের পুনর্ব্বার স্বগৃহে আগমন।

কেনান নগর হতে ইউসফে লইয়ে গেছে,
পুরিময় হয় অন্ধকার।
প্রতিবাসি যত জন, সকলে বিরস মন,
নগরে পড়িল হাহাকার॥

এক্কুব কাঁদিয়ে বলে, হায় বিধি কি করিলে,
দিয়ে নিধি কেন হলে বাম।
না হেরিয়ে চন্দ্রমুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
ইকি দায় হল পরিণাম॥
নিদ্রাহার তেয়াগিয়ে, কাঁদে বিরলে বসিয়ে,
ইসফের বিচ্ছেদ অসহ্য।
হয়ে নিরুপণে, যান ভগিনী ভবনে,
পুত্র শোকে হইয়ে অধৈর্য্য।
ডাকিয়ে ভগ্নীর তরে, বলিলেন কাতরে,
শুন ভগ্নি আমার বচন।
না হেরিয়ে ইসফেরে, মম হৃদয় বিদরে,
হইয়াছে নিকট মরণ॥
ইসফে আমাকে দেহ, লইয়ে যাইব গেহ,
রাখ এই বচন আমার।
সপ্তম দিবসান্তরে, প্রেরণ করিব তারে,
তব সন্নিকটে পুনর্ব্বার॥
সপ্ত দিন রেখে হেথা, পুন পাঠাইবে তথা,
তবে হবে সকলি কুশল।
ইহা যদি না করিবে, কি মতে বাঁচিব তবে,
একান্ত ঘটিবে অমঙ্গল॥
নবির এ কথা শুনি, ভগিনী প্রমাদ গুনি,
বলে হায় এ কি হল দায়।

বিচারিল মনে মনে, সর্ব্বনাশ এত দিনে,
করিবে বিবাদ একি দায়॥
এ রত্ন একুবে দিয়ে, কি রূপে বাঁধিব হিয়ে,
মরি মরি মরি প্রাণ যায়।
কি করে কি করে মরি, মনেতে মন্ত্রণা করি,
ঠাহরিল দারুণ উপায়॥
চোর পরিবাদ দিয়ে, শিশুরে লব হরি,
বিধিমতে একুবে ছলিয়ে।
মধ্যে এক মনে আর, বলে কি নাটক তার,
তব সুতে যাইবে লইয়ে॥
আনিয়ে সে শিশুবরে, সমর্পিল নৃপবরে,
ইসফে পাইল নরপতি।
ছাড়া নড়ি অশ্ব পায়, সুরিকু দাইয়ে তায়,
গমন করেন শীঘ্রগতি॥
কেনান নগরে যদি, ইসফে আনিল বিধি,
পুরবাসী আনন্দে পূরিল।
নগরে উঠিল রোল, বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল,
নহবত বাজিতে লাগিল॥
অতি আনন্দেতে তায়, সপ্তম দিবস যায়,
ভূপতি রাখিতে সুখী মন।
সপ্তম দিবসান্তরে, পুন ভগিনীর ঘরে,
ইসফেরে করিল প্রেরণ॥

ধকুবের ভগ্নী তায়, পড়েছিল মৃত প্রায়,
উঠে বসে পাইয়ে জীবন।
ফেরিয়ে সে শিশুবরে, ব্যস্ত হয়ে লয়ে তারে
করিলেক বদন চুম্বন॥
আনন্দে পূরিল কায়, সপ্তম দিবস যায়,
ক্রমে ক্রমে হয়ে বহির্গত।
গণনা করি, কি হবে কি হবে স্মরি,
করে মনে মন্ত্রণা এমত॥
পরিধান বস্ত্র আনি, সুসজ্জ করায়ে ধনী,
ইসফেরে পরম যতনে।
পিতৃদত্ত বস্ত্র ছিল, কটিতে আঁটিয়ে দিল,
মণিকা খচিত সে বসনে॥
মনে প্রবঞ্চনা করি, বেশ করি দ্রুতগতি,
করিলেক আনন্দে প্রেরণা॥
পুরবাসী হেরি তায়, আনন্দে পূরিল কায়,
জয় ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥

সফনদ্বিকে চোর বাদে দাস করিয়া নিজালয়ে
রাখিবার বিবরণ।

চাতুরী করিয়ে রামা চাপিয়ে যানেতে।
উপনীত হল গিয়ে নৃপতি আগেতে॥

বলে মম পিতৃদত্ত কটিবস্ত্র ছিল।
চুরি করি ইসফ তা লইয়ে আইল॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজ্য অধিকারী।
মম চোর ধরি দেহ সুবিচার করি॥
এত শুনি নৃপতি ডাকিয়ে ইসফেরে।
জিজ্ঞাসেন সত্য বাক্য বলিবে আমারে॥
কেন বস্ত্র চুরি কর বল বিবরণ।
এরূপ কেন তব হেন আচরণ॥
ইসফ বলেন আমি কিছু নাহি জানি।
কদাচিত বস্ত্র চুরি করি নাহি আনি॥
কিন্তু সেই বস্ত্র সঙ্গে আসিয়াছে বটে।
প্রমাণ হইল চুরি সভার নিকটে॥
সেকালে চুরির দণ্ড এই ছিল সার।
দাস হয়ে রহে চুরি করে যে যাহার॥
ইসফে লইয়ে রাজা গেল নিজপুরে।
ক্রন্দন করেন নৃপ অতি সকাতরে॥
হায় বিধি দিয়ে নিধি হলে নিদারুণ।
কি দোষে এদায় মোর ঘটে পুনঃপুন॥
নিদ্রাহার পুরিময় হইল বর্জ্জন।
দেশময় ঘোরশব্দে উঠিল ক্রন্দন॥
কেহ করাঘাত হানে মুণ্ডে আপনার।
সভাসদ সহিত পড়িল হাহাকার॥

কাঁদিয়ে একুব নবি হয় হত জ্ঞান।
আল্লা পাশরিয়ে করে অন্তরেতে ধ্যান॥
দৈব বাণী হতে পাইলেন তত্ত্ব সার।
ইসফে পাইবে তুমি শীঘ্র পুনর্ব্বার॥
মরিবেন তব ভগ্নী তিন বর্ষ পরে।
শোক না করিবে কেহ কন্যকের তরে॥
সচেতন হয়ে নৃপপাটে দিল বার।
করিলেন সভাসদ সদনে প্রচার॥
তিন বর্ষ পরে পাব আমি ইসফেরে।
আসিবে ইসফ পুন কেনান নগরে॥
অতঃপর তিন বর্ষ গত যদি হল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ একুবের ভগ্নী মল॥
সমাচার পেয়ে নৃপ অতি হরষিতে।
চলিলেন শীঘ্র গতি ইসফে আনিতে॥
যাইয়ে ভগ্নীর গৃহে লয়ে ইসফেরে।
উপনীত হইলেন কেনান নগরে॥
পুনশ্চ নগরে পড়ে জয় জয় ধ্বনি।
ধাইল নগরবাসী এই বার্ত্তা শুনি॥
ইসফে হেরিয়ে তুষ্ট হল সর্ব্ব জন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিকেতন॥
তিলেক চক্ষের আড় না করেন রায়।
ইসফের রূপে সদা মগ্ন হয়ে যায়॥

অন্য পুত্রগণে নৃপ ভুলিলেন প্রায়।
না হেরিলে ইসফে করেন হায় হায়॥
সে চন্দ্রবদন যেবা হেরয়ে স্বপ্নেতে।
আপ্ন পাসরিয়ে থাকে সেরূপ জপিতে॥
জেলেখা নামিনী কন্যা হেরিয়ে স্বপনে।
পাগলিনী হইলেন পিতার ভবনে॥

জেলেখার জন্ম ও রূপ বর্ণন।

পূর্ব্বদেশে ছিল এক বিখ্যাত নগর।
তৈমুছ নামক তায় আছিল ভূধর॥
অমর নগর জিনি অতি রম্য স্থান।
কোন দেশ নহে আর তাহার সমান॥
সব ঋতু সে দেশে বসন্ত চিরকাল।
পরম আনন্দে রাজ্য করে মহীপাল॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি বীর রণে সুপণ্ডিত।
যম সম শত্রুগণে করে সশঙ্কিত॥
শিষ্টের পালন করে দুষ্টের দমন।
দুরাচার প্রতি ভূপ যেমন শমন॥
অগণ্য সামন্ত আর মহা দল বল।
সৈন্য সেনাধ্যক্ষগণ সমরে অটল॥

পদাতিক সৈন্যগণ আর করিবল।
শুণ্ডেতে জড়িত যত স্বর্ণ শৃঙ্খল॥
নানাবিধ পর্ব্বতীয় অশ্ব অগণন।
খচ্চর গর্দ্দভ উষ্ট্র কে করে গণন॥
প্রজারে পালন করে পুত্রের সমান।
অতি পুণ্যবান ভূপ নিত্য করে দান॥
পরম আনন্দে রাজ্য করে অনিবার।
এক কন্যা ভূপতির নাহি কিছু আর॥
জেলেখা নামিনী কন্যা পরম সুন্দরী।
নিন্দিয়ে গগনশশি জিনি বিদ্যাধরী॥
সে রূপ বর্ণিতে কোথা ক্ষমতা আমার।
কিঞ্চিৎ লিখিব মাত্র গ্রন্থ অনুসার॥
বিনাইলে বিনাইলে কিবা শোভে বেণী।
ধরা হতে ধায় যেন কাল ভুজঙ্গিনী।
হেরিয়ে সে কুরঙ্গিণী তাহার নয়ন।
লজ্জায় প্রস্থান কৈল বন উপবন॥
ভুরু ধনু টঙ্কারেতে দেখ চমৎকার।
কটাক্ষ কন্দর্প বাণ আছয়ে দুর্ব্বার॥
তিল ফুল জিনি নাসা ভুবনমোহন।
ফণা মণি জোলে হেরি সে চন্দ্রবদন।
একত্রিশ দন্ত জিনি মুকুতার হার।
পক্ক বিম্ব ফল জিনি অধর তাহার॥

মৃণাল কি ভুজের হইবে সমতুল।
তবে কেন জলে গেল হইয়ে ব্যাকুল॥
হৃদয়ে কাঁচলি শোভে বিচিত্র বসনে।
ঝিকি মিকি ছটায় তড়িত হারি মানে॥
অতি ক্ষীণ মাজা জিনি ডমরু কেশরী।
নিতম্ব হেরিয়ে কম্পবান হল গিরি॥
উরু হেরি রম্ভাতরু অল্পায়ু হইল।
পাদপদ্ম হেরি পদ্ম জলেতে পশিল॥
সে গজেন্দ্রগামিনীর হেরিয়ে গমন।
লাজে পশু পক্ষী হল মরাল বারণ॥
পিতৃগৃহে থাকে কন্যা প্রফুল্ল বদন।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত তাহে অমূল্য ভূষণ॥
সঙ্গে সুরঙ্গিণী সখী যতেক যুবতী।
পরম রূপসী তারা অতি গুণবতী॥
সুবর্ণ পালঙ্কে সখী তাম্বুল যোগায়।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডন না যায়॥

জেলেখার স্বপ্নে ইসফনবি দর্শন ও বিরহ।

এক দিন রাজবালা হরিস অন্তরে।
নিদ্রায় ছিলেন নিজ পালঙ্ক উপরে॥

সখীগণ করে অঙ্গে চামর ব্যজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কন্যা দেখেন স্বপন॥
স্বপ্নে হেরিলেন রূপ জগতঅনুপ।
শশিছটা নিন্দে রূপ অতি অপরূপ॥
সে রূপ বর্ণিতে নারে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে।
অপরূপ বর যুবরাজ কন্যা দেখে॥
স্বপ্নে রূপ দেখি কন্যা হতজ্ঞান প্রায়।
নিদ্রা ভঙ্গে কহেন কি হল হায় হায়॥
আহা মরি কি হেরিনু গেল সে কোথায়।
হেরিলাম কিবা রূপ হায় হায় হায়॥
প্রেমবাণে জরজর হৈল কলেবর।
এই ছিল কোথা গেল প্রাণের দোসর॥
হেন নিধি কেন বিধি লইল হরিয়ে।
মজাইয়ে অবলায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে॥
তাহার বিরহে আমি ত্যজিব জীবন।
অধোমুখে বসি কন্যা করেন রোদন॥
নিশিশেষে নিদ্রা ভঙ্গে যত সখীগণ।
দেখিল জেলেখা বসি করেন রোদন॥
সখীগণ বলে কন্যে করি নিবেদন।
কি কারণে অকস্মাৎ করহ রোদন॥
সখীর কথায় ধনী না দেয় উত্তর।
হেটমুণ্ড হয়ে থাকে বিরস অন্তর॥

সেই রূপ ধ্যান জ্ঞান হেরিয়ে স্বপনেতে।
মনে মনে মগ্ন কন্যা বন্ধুর রূপেতে॥
যে রূপ হেরিয়ে স্বপ্নে মজিয়াছে মন।
পাসরিতে না পারিল রাখিতে জীবন॥
হেন রূপ স্বপ্নে কেবা হেরিল কোথায়।
কিবা অপরূপ রূপ যদি হারা হয়॥
মম প্রেম শুক পাখী গেল সে উড়িয়ে।
দেখা দিয়ে প্রাণনাথ গেল প্রাণ নিয়ে॥

জোলেখার সখী নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ।

জোলেখা বসিয়ে কাঁদে, কেশ বেশ নাহি বাঁধে,
বসনে ঢাকিয়ে চন্দ্রানন।
সর্ব্বক্ষণ মনে পড়ে, না হেরিয়ে বুক ফাটে,
প্রিয় শোকে প্রাণে হুতাশন॥
নিদ্রাহার তেয়াগিয়ে, থাকে বাক্‌রোধ হয়ে,
সঘনে করেন হায় হায়।
চক্ষের নিমেষে বিধি, দিয়ে হরে নিল নিধি,
হারা ধনে পাইব কোথায়॥

এক সখী জেলেখার, শুনি এল কাছে তার,
দেখে আসি বিরস বদন।
কাছে এসে বসে ঘেঁসে, তাহারে জিজ্ঞাসে হেসে
বল ধনি শুনি বিবরণ॥
বাক্যরোধ হল কেন, অধোমুখে কেন হেন,
সঘনে করিছ হায় হায়।
প্রেমের লক্ষণ দেখি, বল দেখি বিধুমুখি,
মগ্ন হলে হেরিয়ে কাহায়।
মোরে অতি বাসভাল, তবে কেন নাহি বল,
তব সখী আমি চিরদিন।
সদা অনুগত জনে, বল ধনি এইক্ষণে,
এদাসীরে না ভাবিবে ভিন।
তুমিতো রাজার কন্যা, রূপে গুণে সতী ধন্যা,
কি অভাবে করিছ রোদন।
যদ্যপি শুনিতে পাই, তার অন্বেষণে যাই,
আমি তব অনুগত জন॥
শুনিয়ে জেলেখা বলে, ভেসে যায় নেত্রজলে
মম দুঃখ না পারি বলিতে।
আপন শয়ন ঘরে, অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরে,
সুখে শুয়েছিলাম নিশিতে॥
এক অপরূপ জনে, হেরি নয়নে স্বপনে,
হইয়াছি আমি প্রাণে সারা।

যে রূপে হরিল প্রাণ, সেই রূপ ধ্যান জ্ঞান,
নিদ্রা অঙ্গে তারে হেরে হারা ।।
দেখিতে না পেয়ে তায়, মণিহারা ফণি প্রায়,
ছাড়িয়াছি জীবনের আশ ।
তাহারে যদি না পাই, এক্ষণে বাঁচিব নাই,
মরিব গো ভাবিয়ে নৈরাশ ।।

জেলেখা বলেন ধাত্রি শুন গো বচন ।
সেই যুবরাজ রূপ জিনি ত্রিভুবন ।।
তার সম সুন্দর নাহিক ত্রিভুবনে ।
হেন রূপ কেহ নাই হেরিল স্বপনে ।।
এতেক শুনিয়ে সখী বিষাদিত মনে ।
বিচারিয়ে ছলে বলে জেলেখা সদনে ।।
দেব কি দানব কিবা হবে নিশাচর ।
দেখা দিল স্বপ্নে হয়ে পুরুষ সুন্দর ।।
রজনীতে ভজিয়াছে পাইয়ে অবলা ।
কত রূপ মায়া ধরে পাতি নানা ছলা ।।
কদাচ তাহার প্রেমে না হইবে ভ্রান্ত ।
কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব জানিবে নিতান্ত ।।
জেলেখা শুনিয়ে বলে না বল এমন ।
হেন রূপ না হেরিল নিশাচরগণ ।।

দেবতা কিন্নর যাহা না হেরে স্বপনে।
কেহ না তাহার সম এতিন ভুবনে॥
যেরূপ হেরিনু আমি নিশিতে স্বপনে।
না রাখিব নিজ প্রাণ তাহারে বিহনে॥
সখী বলে শুন ধনি আমার বচন।
সে পুরুষ কোথা থাকে কাহার নন্দন॥
উদ্দেশ পাইলে পারি অবশ্য আনিতে।
আকাশে পাতালে কিবা থাকয়ে ভুমিতে॥
একি বিষম দায় অন্ত যার নাই।
তাহার উদ্দেশে বল কোন রাজ্যে যাই॥
কোথা তার দেখা পাই যাব বা কোথায়।
একি অসম্ভব দায় হায় হায় হায়॥
উদ্দেশ পাইলে পারি অবশ্য আনিতে।
দিনেকে আনিতে পারি দেশান্তর হতে॥
অমর ভুবনে কিবা থাকয়ে পাতালে।
মন্ত্রের প্রভাবে পারি আনিতে এস্থলে॥
পবনের যোগে যোগ করিলে সাধন।
স্বর্গে রবি শশি পারি করিতে বন্ধন॥
দ্বাদশ রাশিতে নবগ্রহের সঞ্চার।
সাধনা করিলে লজ্ঝি বিগুণ তাঁহার॥
উপায় না পায় সখী এ প্রেমের সীমা।
অবগত হতে নারে অনন্ত মহিমা॥

সখী কহে শুন ধনি বচন আমার।
কেমনে উদ্দেশ আমি পাইব তাহার॥
স্বপনেতে যে জনেরে করেছ দর্শন।
নাম ধাম নাহি জান হইবে কেমন॥
তাই বলি বিনোদিনি শান্ত কর মন।
বিধি অনুকূল হলে হইবে মিলন॥
এপ্রবোধে প্রবোধ কি মানে গো তাহার।
হেন রূপ যার মনে স্ফুরিছে বিহার॥
নিরন্তর ভাবে ধনী সেরূপ মাধুরী।
নিরন্তর কমলনয়নে বহে বারি॥
নিরন্তর চাহে ধনী সেরূপ হেরিতে।
নয়ন মুদ্রিত করি পাত অবনীতে॥

জেলেখার বিরহ বর্ণন।

এইরূপে বিনোদিনী, কাঁদে দিবস যামিনী,
শান্ত নহে প্রিয়ের কারণ।
বলে আহা আহা প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ
কেন কেন হলে অদর্শন॥
নেত্রে সদা জল ঝরে, বল নাহি কলেবরে,
ইউসফের বিরহের তাপে।

করি মুখে হায় হায়, আঁখিনীরে ভেসে যায়,
ধৈর্য্য নাহি মানে কোন রূপে ॥
কান্দি সখী প্রতি বলে, প্রাণ মোর সদা জ্বলে,
বুঝি আর জীবন না রহে।
বিনে সেই গুণধাম, কে পুরাবে মনস্কাম,
গেল প্রাণ বিষম বিরহে ॥
কোথা প্রাণ গুণরাশি, প্রাণে মরে তব দাসী,
তোমার বিচ্ছেদ শর বাণে।
দরশন দিয়ে প্রাণ, বাঁচাও অবলার প্রাণ,
নহে যাব শমন সদনে।
কাঁদিতে বলিতে এরূপ, ভাবিতে হয়ে নিদ্রাকুলা
শয্যা পরে করিলে শয়ন।
স্বপনেতে সেই রাত, পায় তারে রসবতী,
যা দিনে দিলেন দরশন ॥
বক্ষ উপরি রাখিয়ে বাঁধে সখী প্রেমাবেশে,
ঘনে ঘনে করেন চুম্বন।
পরে কহে রসবতী, কেন কেন প্রাণ পতি,
হয়েছিলে নিদয় এমন ॥
স্বপনেতে অকস্মাৎ, দেখা দিয়ে প্রাণনাথ,
গিয়েছিলে প্রাণ মন হরে।
আজিতো পেয়েছি প্রাণ, ফিরে দেহ মনঃপ্রাণ,
নহে মোরে লহ সঙ্গে করে ॥

তোল তোল শশিমুখ, অন্তরে কমনে দুখ,
কেন কেন ঢেকেছ বয়ান।
ওহে প্রাণ ত্যজি মান, অধিনীর প্রাণ দান,
কথা কহ সুধার সমান ॥
তোমারে মানেতে হেরি, পঞ্চশর দর্প করি,
ধনু ধরি করিছে ভ্রমণ।
এ ধনু প্রকাশ কর, মদনের দর্প হর,
এ দীনের এই নিবেদন ॥
এই রূপে গুণবতী, মোহিতা হইয়ে অতি,
খরতর বিরহের তাপে।
বালিশে করিয়ে লক্ষ, খেদ করি লক্ষ লক্ষ,
কত কথা কহেন প্রলাপে ॥
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান, কেঁদে উঠে মনঃপ্রাণ,
আলুথালু হয়ে রাজবালা।
[illegible]দের বস্ত্র সম্বরিতে, খসি পড়ে কটি হতে,
কবি কহে প্রেমের এ জ্বালা ॥

জোলেখার বিরহে
আ[illegible]

বৎসরেক গত
মোহিতা[illegible]

কুমারীর ভাব হেরি সহচরীগণ।
মহিষী নিকটে আসি করে নিবেদন ॥
শুন গো জননি বলি এক সমাচার।
জোলেখার জন্মিয়াছে বিরহ বিকার ॥
আসক্তি অনলে বালা দেহ জ্বালাইয়ে।
রোদন করয়ে সদা বিরলে বসিয়ে ॥
নিরন্তর ভাসে ধারা নয়ন জীবনে।
সুধালে না কহে কথা থাকে মনে মনে ॥
শুনিয়ে মহিষী মনোদুঃখেতে মজিল।
সখী সঙ্গে তনয়ার মহলে চলিল ॥
দেখে আসি তনয়ারে ভূমেতে বসিয়ে।
ভাবার্ণবে ডুবে আছে শিরে হাত দিয়ে ॥
দাক প্রসারিয়ে তারে তুলি লয়ে কোলে।
মহাবেগে চুম্ব দেন বদনকমলে ॥
কহেন প্রুতাকে মা গো কহ কি কারণ।
লাবণ্য বিবর্ণ দেখি শুষ্ক চন্দ্রানন ॥
নিরন্তর বারিধার বহিছে নয়নে।
...লিনী ... দেখি সুলোচনে ॥
...ছিল জানি ...।
...তে ...কুল ॥
...হে ...লিল।
...দি দিল ॥

মাতার বচনে হাঁ না কহে বচন ।
মনোঃদুঃখে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন ।।
মহিষী কাতর অতি হেরিয়ে বালায় ।
শীঘ্র গিয়ে ভূপতিরে বৃত্তান্ত জানায় ।।
ভিষক্ সহিত রায় করি আগমন ।
তনয়ার ভাব হেরি দুঃখিত তখন ।।
ভিষক্ দেখিয়ে কয় শুন নররায় ।
এখন উচিত দেওয়া বেড়ি এর পায় ।।
উন্মত্ত হয়েছে কন্যা শুন নরপতি ।
বেড়ি আনাইয়ে পদে দেহ শীঘ্রগতি
ভিষকের বচন শুনিয়ে নররায় ।
মহাদুঃখে বেড়ি দিল তনয়ার পায় ।।
উপায় না পেয়ে ধনী ভাসি নেত্রজলে
কায়রূপ ভাবে সদা পড়ি ভূমিতলে ।

জেলেখার স্বপ্নে ইউসুফ নিকটে মনোদুঃখ প্রকাশ

একদা কা

ইসফ-জেলেখা।

হেরি প্রাণপতি, কহে রসবতী,
আধ আধ মৃদুস্বরে।
ওহে প্রাণধন, দিয়ে দরশন,
কত দুঃখ দিলে মোরে॥
হে প্রাণবল্লভ, উচিত কি তব,
দুঃখ দিতে এ অধীনে।
ওহে প্রিয়জন, তব শ্রীচরণ,
বিনা না জানে নবীনে॥
স্বপনেতে আসি, বলিয়ে প্রেয়সি,
করিলে হে আলিঙ্গন।
দরশন দিয়ে, গেলে পলাইয়ে,
লুটিয়ে যৌবন ধন॥
শ্রীমুখের বাণী, মকরন্দ জিনি,
শরীর অতি কোমল।
শশী জিনিয়ে, রূপ চিকনিয়ে,
বদন সরসীদল॥
বিরহ, অত্যন্ত দুঃসহ,
আমার।

ইসফ-জেলেখা।

বিরহে বিচ্ছেদ জীবন কি রহে,
বিদরিয়ে যায় বুক।
তোমার কারণ, সদা সর্ব্বক্ষণ,
ভাসি হে নয়নজলে।
যতেক সঙ্গিনী, জনক জননী,
পাগলিনী মোরে বলে॥
দেখ রসরায়, বেড়ি দিয়ে পায়,
রেখেছে মোরে ভবনে।
অবলা সরলা, নাহি জানি ছলা,
এত দুঃখ তোমা বিনে॥

স্বপ্নে ইসফের জেলেখার নিকট পরিচয়
ও আজিজ মেশরের প্রতি পত্র প্রেরণ
পরামর্শ প্রদান।

ইসফ কহেন শুন জেলেখা রূপসি।
মম লাগি খেদ আর করো না প্রেয়
একান্ত হে প্রাণকান্তে যদি চা
ইসফ আমার নাম ি
আজিজ
তাহা
শু

ইউসফ জেলেখা ।

তুমি নাথ [illegible]পতি তুমি প্রাণপতি ।
[illegible] ও পদপদ্মে সঁপিয়াছি মতি ॥
[illegible] দিন থাকিব হইব অধাবিনী ।
কেমনে এমন বল ওহে গুণমণি ॥
ওহে প্রাণ প্রেমকূপে আমারে ডুবারে ।
এখন পলাতে চাহ অন্যে সমর্পিয়ে ॥
রূপ রূপে প্রাণ মন হয়েছে মগন ।
জান না জান না অধিনীর প্রিয়জন ॥
[illegible] ভজিতে মোরে চাহ গুণরাশি ।
[illegible] বধ প্রাণ যদি তীক্ষ্ণ অসি ॥
জেলেখার বাণী ইসফ তখন ।
[illegible] বাদার প্রতি ধীরে ধীরে কন ॥
[illegible] তব হবে না হে প্রিয়ে ।
[illegible] আমার দেখা তাহার আলয়ে
[illegible] তব সহ প্রাণ কান্তে প্রাণ
[illegible] রসে কেলি জুড়াইব প্রাণ ॥
[illegible] ইসফ হলেন অদর্শন ।
[illegible] জেলেখা তখন ।

যা করে গোঁসাঞী আমি করিব সে জানে।
ত্বরায় সংবাদ সখি দেহ গো রাজনে॥
সখী আসি ত্রস্তগতি ভূপতির পাশে।
রাজনন্দিনীর কথা নিবেদিতে ভাসে॥
শুনি নরপতি অতি হয়ে আনন্দিত।
মিশর নগরে পত্র পাঠান ত্বরিত॥
জেলেখা নামেতে এক তনয়া আমার।
ত্রিভুবনে ধন্যা মান্যা অতি চমৎকার॥
রূপসীর শিরোমণি তনয়ার তনা।
ইচ্ছা আছে তোমারে করিব সমর্পণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি আসিবে হেথায়।
নিশ্চয় তনয়া আমি সঁপিব তোমায়॥
এইরূপে লেখি পত্র তৈমুছ রাজন।
দূত সহযোগে লিপি করিল প্রেরণ॥
দূত আসি শীঘ্রগতি মিশর নগরে।
পত্রিকা প্রদান করে আজিজের করে॥
পাইয়ে ভূপের পত্র আজিজ মেশর
ভিরে হইল অতি হরিষ অন্তর

আজিজের উত্তর

নরপতি অবগতি
উথলিল হে স্তু

মম মন এইক্ষণ তব পাশে যাই।
কিন্তু রাগ বাড়ীরা দায় ভূপ ছাড়ে নাই॥
কি প্রকারে তবে আর পারি আমি যেতে
সদা জোরে ধরে করে রাখে নিকটেতে॥
নিবেদন হে রাজন তব তনয়ারে।
যদ্যপি পাঠায়ে দেহ মিশর নগরে॥
তবেতো নির্ব্বাহ হয় বিবাহের কর্ম্ম।
মহারাজ লিখিলাম এই সার মর্ম্ম॥
লিপি পাতি দ্রুতগতি আক্রিজ তখন।
দূতের করেতে করে পত্র সমর্পণ॥
দূত আসি শীঘ্রগতি নরপতি করে।
পত্রিকা প্রদান করে অতি সমাদরে॥
নরপতি পেয়ে পাতি পড়িল তখন।
মর্ম্ম বুঝি হইলেন বিষাদিত মন॥
সভাসদগণ কহে শুন নররায়।
উচিত কন্যারে তব পাঠাতে তথায়॥
ন্যাসি পাগলিনী তোমার নন্দিনী।
দ কাঁদে রামা দিবস যামিনী
বিবর্ণ ... হয় ছবরণ।
...আর প্রাণ মন॥
...না নয়নের জলে।
তার জলে॥

যার লাগি মহারাজ বেড়ি তার পায়।
এখন উচিত তারে পাঠাতে তথায়॥
শুনি সভাসদগণে তেমুছ নৃপতি।
পাঠাইতে তনয়ারে দিলা অনুমতি॥

জেলেখার মিশরে গমনোদ্যম।

সতেক প্রমদাগণ, করি সবে আগমন,
হাসি হাসি সাজায় বালায়।
দিলায় বিনোদ বেণী, হাসি হাসি কোন ধনী,
কেহ অঙ্গে ভূষণ পরায়॥
করি কুচ আকর্ষণ, কাচলি করি বন্ধন,
কেহ পরাইল নীলাম্বর।
হাসি হাসি কোন নারী, সুন্দরীর করে ধরি,
চন্দনে লেপিল কলেবর॥
কিবা সে রূপ মাধুরী, জনমিয়ে নাহি হেরি,
রূপে ত্রিভুবন আলো করে।
সে রূপ বর্ণিতে নারি, চতুর্মুখ মানে হারি,
মনুষ্যের সাধ্য কিবা পারে॥
কোটি শশধর জিনি, রূপসীর শিরোমণি,
জয় করে লক্ষ্মীরে সর্ব্বথা।

পঞ্চানন ষড়ানন, যদ্যপি একত্র হন,
তবু কহিতে নারে রূপ কথা॥
এইরূপে কুমারীকে, সাজায় যতন করে,
কুমারীর সহচরীগণ।
হেথা তৈমুছ রাজন, করে সব আয়োজন
তনয়ার গমন কারণ॥

জেলেখার মিশর নগরে গমন।

মহিষী কাতর অতি লয়ে নন্দিনীরে।
অভিষেক করে তারে নয়নের নীরে॥
কহেন সুতাকে মা গো তোমারে বিহনে
কেমনে রহিব আমি শূন্য নিকেতনে।
কেমনে ধরিব প্রাণ ত্যজিয়ে তোমারে
কে আর জননি বলি ডাকিবে আমারে
আর কারে যতনেতে করাব ভোজন।
আর কার মুখে হেরে করিব চুম্বন॥
আমার ভবন যাহা অন্ধকার করে।
চলেছ কাহার ঘর আলো করিবারে॥
ওরে বিধি অধিনীর কপালে ফেলিলে
কাহার আনন্দনীর দিলি উথলিয়ে॥

মায়েরে কাতর দেখি জেলেখা তখন।
মৃদুস্বরে বিনোদিনী জননীরে কন॥
না হও কাতর মাতা ধৈর্য্য ধর মনে।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পাই সেই জনে॥
যার জন্যে হল মম এতেক লাঞ্ছনা।
যার জন্যে মাতা এত সয়েছ যন্ত্রণা॥
যার জন্যে বেড়ি দিয়েছিলে মোর পায়।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পাই গো তাহায়॥
এত বলি জননীরে নমস্কার করি।
বিদায় হইয়ে যায় জেলেখা সুন্দরী॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে হৈয়ে হৃষ্টচিতা।
চলিল মহাপা চড়ি হয়ে হর্ষিতা॥
আগু পাছু সেনাগণ করিছে গমন।
হস্তী হয় উষ্ট্র কত না হয় বর্ণন॥
নানা মত বাদ্য বাজে বর্ণন কে করে।
কত দিনে উত্তরিল মিশর নগরে॥
দূত গিয়ে আজিজেরে সমাচার দিল।
শুনিয়ে আজিজ অতি প্রফুল্ল হইল॥
লোক জন সঙ্গে রঙ্গে আজিজ তখন।
জেলেখারে আনিবারে করিল গমন॥
রাজার কুমারী কন সখীরে তখন।
কেমন আজিজ আমি করিব দর্শন॥

শুনি সখী-বচন করিল আচরণ।
আজিজেরে জেলেখা করেন নিরীক্ষণ॥

আজিজ মেশরকে দর্শন করিয়া জোলেখার মনোদুঃখ।

আজিজ মেশরে হেরি জেলেখা সুন্দরী।
ঝরঝর কমলনয়নে বহে বারি॥
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে হানে কপালে কঙ্কণ।
অধীরা হইয়ে ধীরা সঙ্গিনীরে কন॥
এত সখি নহে মোর স্বপনের ধন।
যাহারে সঁপেছি প্রাণ এ নয় সে জন॥
সে জনের কোন চিহ্ন এই অঙ্গে নাই।
সেই সে আমার পতি অর মুখে ছাই॥
সেই বিনা প্রাণপতি নাহি কোন কালে।
এরে যদি জান তবে ডুবিব সলিলে॥
কোথায় সে মধুরতর রূপের মাধুরী।
বল সখি সে বিনে কেমনে প্রাণ ধরি॥
রূপে রসবতী পতি নেই আপনে।
তাঁর পদপঙ্কজে সঁপিয়াছি প্রাণ মন॥
কেন সখি বিধি মোরে এবে মিলাইছে।
অবলা সরলা বালা জীবনে মরিছে॥

আর সখি শাপে প্রাণ আমার না রক্ষে।
জর্জ্জর হল তনু যাতনা না সহে ॥
মম আশা ত্যাগ করি ফিরে যাও সবে।
আমার সংবাদ দিয়ে জননীকে কবে ॥
যার আশে গিয়েছিনু [illegible]
তনু তেজিয়াছে বালা [illegible] আকারে ॥
অতিশয় স্নেহ তুমি করিতে যাহায়।
সে জন জন্মের মত হয়েছে বিদায় ॥
জানাইও মহারাজে মম নমস্কার।
তোমার প্রাণের কন্যা ত্যজেছে সংসার ॥
বলিতে বলিতে ধনী ভাবিয়ে আকাশ।
ধরাতলে পড়িলেন ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস ॥
হেনকালে অন্তর্যামি প্রভু নারায়ণ।
আকাশ বাণীতে আসি জেলেখারে কন ॥
না হও কাতর বাছা স্থির কর মন।
আজিজেরে পতি ভাবে করহ বরণ ॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম তব না যাইবে সতি।
তথায় পাইবে তুমি তব প্রাণপতি ॥
শুনিয়ে আকাশ বাণী জেলেখা সুন্দরী।
চৈতন্য পাইয়ে ধনী উঠে ত্বরা করি ॥
বিনয়ে বালার প্রতি কহে সহচরী।
পাগলিনী প্রায় কেন হইলে সুন্দরি ॥

আজিজের কথা কয়েছিলে নৃপবরে।
তাইতো তোমারে ভূপ পাঠান মিশরে॥
আজিজের আশা করি আইলে এখানে।
এখন ত্যজিতে তারে চাহ কোন্ প্রাণে॥
দেশে [illegible] হইল প্রচার।
আজিজের সঙ্গ বিভা হবে জেলেখার॥
এখন ত্যজিলে তারে ওগো সুলোচনা।
দেশে দেশে হইবেক কলঙ্ক ঘোষণা॥
আরতো আকাশ বাণী শুনিলে স্বকর্ণে।
কেন ধনি ভাবিতেছ বিবাহের জন্যে॥

আজিজের সহিত জেলেখার বিবাহ ও আজিজের ক্লীবত্ব প্রাপ্তি।

শুনি সঙ্গিনীর বাণী জেলেখা তখন।
অনুমতি দিল ধনী হয়ে নতানন॥
সখী আসি দ্রুত গতি আজিজেরে কয়
অনুমতি দিল বালা শুন মহাশয়॥
শুনিয়ে আজিজ অতি প্রফুল্ল হইল।
জেলেখারে ভবনেতে লইয়া চলিল॥
শুভ দিন শুভক্ষণ করি নিরীক্ষণ।
বিবাহের কর্ম্ম করিলেক সমাপন॥

আজিজের আনন্দের সীমা নাহি আর।
উথলিল তাহার আনন্দ পারাবার॥
হেনকালে অস্তাচলে চলে দিনমণি।
সমুদিত সুধাকর মুদিত নলিনী॥
করি নানা বেশ ভূষা আজিজ তখন।
জেলেখার নিকটেতে উপনীত হন॥
আজিজ কহেন শুন জেলেখা রূপসি।
কি কারণে নম্রমুখে ভূমিতলে বসি॥
কোন তোম মুখশশী হে নবললনা।
দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ কি করি বলনা॥
পাইয়াছ বিনোদিনি যৌবনরতন।
উপযুক্ত পাত্র আমি কর সমর্পণ॥
হের দেখ বিফলেতে সুখের রজনী।
অনর্থক নষ্ট হয় হে বিধুবদনি॥
হের দেখ সুধাকর হয়ে বিষাকর।
দগ্ধ করিতেছে মোরে বাঁচাও সত্বর॥
এরূপে আজিজ প্রেম প্রসঙ্গের ছলে।
জেলেখারে লক্ষ্য করি কত কথা বলে॥
জেলেখার জ্ঞান হয় অনল যেমন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়ে তর্জ্জন॥
মম আশা ত্যাগ করি যাহ তুমি ফিরে।
সেই পতি স্বপনে দেখেছি আমি যারে॥

সেই মম রতি-মতি সেই প্রিয়জন।
তাহারে সঁপেছি আমি যৌবনরতন॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
হইব তোমার পাত্নী ভেবেছ কি তাই॥
জেলেখার বাণী শুনি আজিজ তখন।
ক্রোধ ভরে গিয়ে তারে করিল মারণ॥
প্রেমের প্রচুর মায়া কে বুঝিতে পারে।
ক্লীবত্ব হইল প্রাপ্ত আজিজ সত্বরে॥
কাফের হইয়ে শীঘ্র ছাড়ি জেলেখারে।
অচেতনে শয়ন করিল ধরাপরে॥
হইয়ে চৈতন্য প্রাপ্ত আজিজ তখন।
ধীরে ধীরে জেলেখারে সুধিলয়ে কন॥
শাপের সদৃশ হল দিয়াছ আমার।
পিত্রালয়ে যাও মম কার্য্য নাহি আর॥
শুনিয়ে জেলেখা কয় একথা কেমন।
কেমনে যাইব আমি জনক ভবন॥
তথায় সকলে মোরে কলঙ্কিনী কবে।
এ সকল কথা মম প্রাণেতে না সবে॥
অতএব শুন বলি আজিজ ধীমান।
মম লাগি এক বাটী করহ নির্ম্মাণ॥
তথায় থাকিব আমি লইয়ে সঙ্গিনী।
প্রত্যহ তল্লাস মোর করিবে আপনি॥

শুনিয়ে আজিজ তাহা স্বীকার করিয়ে।
রমণীর এক বাটী দিল নির্মাইয়ে॥
সঙ্গিনীর সঙ্গ তথা থাকিয়ে সুন্দরী।
ইসকের রূপ ভাবে দিবস সর্বরী॥

ইসকের স্বপ্ন দর্শন।

হোথায় একুব ভূপ লইয়ে নন্দনে।
হরণ করেন কাল আনন্দিত মনে॥
এই রূপে গত হয় কতেক অয়ন।
পুত্রে হেরি হরষিত একুব রাজন॥
এক দিন মহারাজ লইয়ে নন্দনে।
একাসনে উভয়েতে ছিলেন শয়নে॥
নিদ্রাবশে রাজপুত্র হয়ে আছেন।
চমৎকার স্বপন করেন দরশন॥
যেন শশী খসি আসি ভাস্কর সহিতে।
শশী হৃদে ভাস্কর বসিল মস্তকেতে॥
তার পর দশ তারা সত্বরে আসিয়ে।
কুমারের পদপ্রান্তে রহিল দাঁড়ায়ে॥
এরূপ স্বপন দেখি রাজার নন্দন।
হাহাকার করি ওঠে করিয়ে ক্রন্দন॥

পুত্রের রোদন শব্দ করিল শ্রবণ।
চমকিয়ে উঠে বসে এত্তুব রাজন॥
আদরে পুত্রের মুখ করিয়ে চুম্বন।
কহে কেন বাপু তুমি করিছ রোদন॥
কি কারণে শুকায়েছে ও বিধুবদন।
কি কারণে ঝরিতেছে কমলনয়ন॥
কি কারণে দেহ তব কাঁপিছে সঘনে।
বল বল বাপ ধন শুনিব শ্রবণে॥
শুনিয়ে কুমার কয় শুন ক্ষিতিনাথ।
আশ্চর্য্য স্বপন এক দেখি অকস্মাৎ॥
যেন চন্দ্র সূর্য্য দোঁহে মম কাছে আসি।
মস্তকে বসিল সূর্য্য হৃদয়েতে শশী॥
পদতলে দেখি পুন যেন দশ তারা।
বিশেষ না জানি পিতা কিবা হয় তারা॥
শুনিয়ে নৃপতি কন কুমারে তখন।
সাবধান প্রকাশ না করিহ কদাচন॥
এ রূপ স্বপন বাপু যে করে দর্শন।
ধরিত্রী ধরার পতি হয় সেই জন॥
পদতলে দেখিয়াছ যেই দশ তারা।
নিশ্চয় সেবক বাপু হবে তব তারা॥
নৃপতির ভৃত্য এক পাশেতে আছিল
এ সকল বচন সে শুনিতে পাইল॥

অমনি সে সেই ক্ষণে খাইয়ে চলিল।
রাজপুত্রগণ যথা তথা উত্তরিল ॥
জ্ঞাত করাইল সবে সব বিবরণ।
শুনিয়ে চমকে উঠে ভ্রাতা দশজন ॥
পরস্পর সকলেতে পরামর্শ করে।
কি রূপে ইসক যায় শমন নগরে ॥
তার মধ্যে এক জন বুদ্ধে বিচক্ষণ।
বলে আমি জলে তারে করিব নিধন ॥
ক্রীড়ায় করিয়ে ছল লয়ে যাব বনে।
ছলে কলে পাঠাইব শমন সদনে ॥
এই রূপে দশ জনে পরামর্শ করি।
নিবেদন করে আসি যথা দণ্ডধারী ॥

ভ্রাতৃগণ সহিত ইসকের বন গমন।

শুন ক্ষিতিনাথ, ইসকের সাথ,
যাইয়ে গহন বনে।
সকলেতে মেলি, করিব গো কেলি,
হইয়াছে সাধ মনে ॥
করিয়ে সাজন, করহ অর্পণ,
ইসকে সবার সনে।

ক্রীড়া অবসানে, ভাই দশ জনে,
আসিব সবে ভবনে ॥
পুত্রের বচন, করিয়ে শ্রবণ,
এয়াকুব নবি কয়।
তোমাদের সাথে, ইসফে পাঠাতে,
মম মন নাহি সয়॥
জীবনের সার, যে জন আমার,
তাহারে পাঠায়ে বনে।
কেমনে জীবন, করিব ধারণ,
তনয় রতন বিনে॥
পলকে পলকে, হারাই যাহাকে,
তাহাকে না দিব যেতে।
বিশেষত পুনঃ দেখেছি স্বপন,
আজিকার যামিনীতে॥
যেন প্রাণধন, ইসফ রতন,
গিয়েছে গহন বন।
তারে সেখানেতে, ধরিয়ে ব্যাঘ্রেতে,
করিল যেন নিধন॥
এরূপ স্বপন, করি নিরীক্ষণ,
দহিছে মন আমার।
কেন অকারণ, কর জ্বালাতন,
ও কথা বলনা আর॥

পিতার বচন, করিয়ে শ্রবণ,
কয় ভ্রাতা দশ জন।
কেন অকারণ, ভাবিছ রাজন,
তব ইসফ কারণ॥
আমাদের সনে, কিবা ভয় বনে,
আমরা রাখিব তায়।
দিবা অবসানে, আসিব ভবনে,
কেন ভাব নররায়॥
পুত্রের বচনে, ভাবে মনে মনে,
এয়াকুব দুঃখচিতে।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে, ইসফে লইয়ে,
সঁপিলেন হাতে হাতে॥
ইসফে লইয়ে, সকলে মিলিয়ে,
তবে ভাই দশ জন।
পিতার চরণ, করিয়ে বন্দন,
প্রবেশে গহন বন॥

ইসফ ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক কূপে পতিত

ইসফে লইয়ে তবে ভাই দশজন।
প্রবেশ করিল গিয়ে গহন কানন॥

তৎক্ষণাৎ যষ্টি সবে করি আনয়ন।
ইউসফে প্রহার করে তাই দশ জন॥
দারুণ প্রহারে বীর হইয়ে কাতর।
বিনয় করিয়ে কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে প্রহার সবে কর কি কারণে।
কি দোষ করেছি তোমা সবার চরণে॥
আর না মারিও ভাই ধরি শ্রীচরণ।
দারুণ প্রহারে মম কাতর জীবন॥
তথাপি না হয় ক্ষান্ত যতেক দুর্জ্জন।
দ্বিগুণ করিয়ে আরো প্রহারে তখন॥
দারুণ প্রহারে বীর কাতর হইয়ে।
মনোদুঃখে উচ্চৈঃস্বরে কহেন কাঁদিয়ে॥
কোথায় রহিলে মম জনক এখন।
দেখ আসি তব পুত্র হারায় জীবন॥
দুর্জ্জনের হস্তে পড়ি প্রাণ মোর যায়।
ত্বরায় এস গো পিতা নহে বাঁচা দায়॥
পলকে পলকে তুমি হারাইতে যারে।
এখন সে ধন তব যায় যমাগারে॥
আর কারে নিকটেতে রাখিবে যতনে।
আর কার সহ পিতা থাকিবে শয়নে॥
আর কারে খাওয়াইবে সুমিষ্ট ওদন।
আর কার মুখে স্নেহে করিবে চুম্বন॥

এতেক যতন তুমি করিতে যাহায়।
এখন সে ধন তব ধূলায় লোটায়॥
ওহে বনচরগণ করি আগমন।
দুর্জ্জনের হস্ত হতে রাখহ জীবন॥
এত বলি ধীরবর হয়ে অচেতন।
জ্ঞানহীন ধরাতলে করিল শয়ন॥
তখন হইল ক্ষান্ত ভ্রাতাগণ তার।
মনে কয় মরিয়াছে বেঁচে নাহি আর॥
এত বলি ইমফেরে সকলে ধরিয়ে
কূপমধ্যে ফেলে দিল নিষ্ঠুর হইয়ে॥
ভয়ঙ্কর কূপ সেই পুরিত জলেতে।
তাহাতে ইমফ ধীর লাগিল ভাসিতে॥
অপার হরির মায়া কে বুঝিতে পারে।
শীলা এক ভাসালেন সলিল উপরে॥
আশ্রয় পাইল তায় নবীন কিশোর
সেই ক্ষণে উঠে বসে তাহার উপর॥
ইমফের রূপে ত্রিভুবন আলো করে।
কূপের যতেক তম সব গেল হরে।
কি কব তাহার শোভা অতি চমৎকার।
সরোবরে ভাসে যেন কুমুদ কহ্লার॥
একরূপে ইমফ রহে কূপের ভিতরে।
এখানেতে দশ ভ্রাতা পরামর্শ করে॥

পরামর্শ স্থির করি ভ্রাতা দশ জন।
চলিল ভবনে সবে বিষাদিত মন॥
গৃহে আগমন করি পিতার গোচরে।
রোদন করিয়ে সবে কহে উচ্চৈস্বরে॥
ওগো পিতা এত দিনে কপাল ভাঙ্গিল
প্রাণের ইমফে তব ব্যাঘ্রেতে বধিল॥
ইমফেরে বৃক্ষতলে রাখিয়ে যতনে।
ফল অন্বেষণে গিয়েছিনু দূর বনে॥
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা করি আগমন।
প্রাণের ইমফে তব করেছে নিধন॥

একবের পুত্রবিরহে খেদ।

শুনিয়ে পুত্রের মুখে দারুণ বচন।
ধরাসনে পড়ে যায় হয়ে অচেতন॥
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান উম্মাদের প্রায়।
নন্দন অভাবে আঁখিনীরে ভেসে যায়।
বলে হায় একি দায় বিধি ঘটাইল।
প্রাণের ইমফে ব্যাঘ্রে কেমনে বধিল।
আহা মোর প্রাণ ধন ইমফ রতন।
হায় কোথা গেলে শূন্য করিয়ে ভবন॥

পলকে পলকে আমি হারাই যাহায়।
জনমের মত আমি হারাইনু তায়॥
আহা মোর প্রাণাধার রূপের সাগর।
তোমা না হেরিয়ে মম নয়ন কাতর॥
তখন রাজন কন পুত্রগণ প্রতি।
বাঘ বাপু সে বাঘেরে আন শীঘ্রগতি॥
শাহজাদে পিতার আজ্ঞা তাই ততক্ষণ।
বাঘের অন্বেষণে বনে করিল গমন॥
গহন কাননে এক বাঘেরে পাইয়ে।
পিতা সন্নিধানে সবে আনিল ধরিয়ে॥
নরপতি বাঘেরে করিল নিরীক্ষণ।
খেদে কেঁদে কহে রায় সজল নয়ন॥
ইসফ রূপের তুমি জনক আমার।
কোন্ প্রাণে তারে তুমি করেছ সংহার॥
তার মুখ দেখে কি হে দয়া না জন্মিল।
কেমনে ইসফ ধনে মারিয়াছ বল॥
নৃপের বচন শুনি বাঘ তবে কয়।
একি অপরূপ কথা কহ মহাশয়॥
প্রভুর পরম ভক্ত সেই মহাজন।
তাহারে মারিতে পারে কে আছে এমন॥
তিন দিন হল বনে হারায়েছি তাই।
কোথা গেল কি হইল কিছু জানি নাই॥

তার তত্ত্ব করে আমি বেড়াই খুঁজিয়ে।
তব পুত্রগণ মোরে আনিল ধরিয়ে॥
ব্যাঘ্রের মুখেতে বাণী শুনে নররায়।
পুত্রের বিরহে আঁখিনীরে ভেসে যায়॥
ভূপতির দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
পাঠান আত্মীয়ে তারে প্রবোধের তরে॥
প্রভুর আত্মীয় আসি করি আগমন।
প্রবোধ বচনে ভূপতির প্রতি কন॥
না কাঁদ না কাঁদ ভূপ স্থির কর মন।
মরে নাই বেঁচে আছে তোমার নন্দন॥
প্রভুর আত্মীয় যেই জগত্ সংসারে।
তাহার বধিতে প্রাণ কোন্ জন পারে॥
অতএব নরপতি কর না রোদন।
কিছু দিন পরে পাবে আপন নন্দন॥
প্রভুভক্ত প্রবোধ করিয়ে ভূপতিরে।
উপনীত হইলেন প্রভুর গোচরে॥

মালেক নামক শ্রেষ্ঠিকর্ত্তৃক ইসফের উদ্ধার।

এইরূপে কিছু দিন ইসফ সুজন।
মহা দুঃখে কূপমধ্যে করেন যাপন॥

ইসফের দুঃখভার ঘুচাবার তরে।
আইল তথায় দেখ এক সাধুবরে॥
মালেক তাহার নাম মিশরেতে ধাম।
পথ ভুলে সেই পথে এল গুণধাম॥
বহুবিধ লোক জন তার সঙ্গে ছিল।
কূপের নিকটে আসি ছাউনি করিল॥
সে নিশি তথায় সাধু করিয়ে বঞ্চন।
পর দিন প্রভাতে উঠিল সর্ব্বজন॥
প্রাতকৃত্য হেতু সাধু জল অন্বেষণে।
ভৃত্য সহ উপনীত কূপ সন্নিধানে॥
হেরিয়ে সলিল তায় প্রফুল্ল হইল।
নীর তুলিবারে সাধু ভৃত্যে আজ্ঞা দিল॥
জল পাত্রে বান্ধি রজ্জু দাস এক জন।
কূপমধ্যে নামাইল তুলিতে জীবন॥
কূপমধ্যে রাজপুত্র জল পাত্র হেরে।
চাপিয়ে বসিল ধীরে তাহার উপরে॥
বহু কষ্টে দাস তারে টানিয়ে তুলিল।
রূপ হেরি সাধুবর মোহিত হইল॥
দূরে হতে দশ ভাই নিরীক্ষণ করে।
ছুটিয়ে আইল তারা সাধুর গোচরে॥
বলে ওহে সদাগর কি কর্ম্ম করিলে।
কূপ হতে এ পামরে কি জন্যে তুলিলে॥

আমাদের পূর্ব্বেতে এ আছিল নফর।
দুষ্কর্ম্ম করিতে ফেলি কূপের ভিতর॥
সাধু কয় এত ভাই দাম যোগ্য নয়।
বরিত্রী ধরার পতি মম মনে লয়॥
এত শুনি কহে তবে ভাই দশ জন।
কিনে লও এ দাসেরে দিয়ে কিছু ধন॥
শুনি বাণী সদাগর কিছু ধন দিয়ে।
চলে গেল নিজ দেশে ইসফে লইয়ে॥

জেলেখার সখী সহ মৃগ অন্বেষণে

বনে গমন।

এখানেতে রাজবালা প্রিয়ের বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে র
বিষম বিরহ বিষে দেহ জ্বালাতন।
ভেবে ভেবে কান্তি হল সোণার বরণ॥
নাহি রুচে অন্নজল তিল নয় সুখী।
কেবল প্রিয়ের ধ্যানে থাকে বিধুমুখী॥
হেন কালে দিনকর হীনকর হয়ে।
বিরহি জনার দুঃখ দ্বিগুণ বাড়ায়ে॥
জলধি জীবনে শীঘ্র বাশ দিল গিয়ে

এমন সময়ে শশী সহ গ্রহগণ।
সুমুদিত প্রকাশিয়ে শীতল কিরণ॥
প্রফুল্লিত কুমুদিনী প্রাণবধু হেরি।
প্রস্ফুটিত হয়ে রহে ঊর্দ্ধ মুখ করি॥
সুধাকর স্নিগ্ধকর করে বরিষণ।
বিরহির পক্ষে তাহা অনল যেমন॥
সেই সুধাকর করে জোলেখা সতীনা
পতির বিচ্ছেদে খেদে হয় জ্ঞানহীনা॥
ক্ষণেক শয্যায় পড়ে ক্ষণেক ধরায়।
ক্ষণেক সখীর কোলে পড়েন ত্বরায়॥
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান পাগলিনী প্রায়।
কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায়॥
কহে ওহে প্রিয়জন হায় হে জীবন।
একবার অধিনীরে দেহ দরশন॥
কহিলে আমারে তুমি আসিয়ে স্বপনে।
পাইবে আমার দেখা আজি এ ভুবনে॥
তব বাক্যে বিশ্বাস করিয়ে প্রিয়জন।
আজিজেরে করিয়াছি পতিত্বে বরণ॥
অবলারে দুঃখ দেওয়া উচিত না হয়।
শ্রীমুখের বাণী সত্য কর রসময়॥
কখন শয্যায় ধনী করিয়ে শয়ন।
হৃদিপদ্মে প্রাণনাথে করেন চিন্তন॥

কখন পাইলে জ্ঞান বাহিরেতে যায় ।
এইরূপে কত কষ্টে যামিনী পোহায় ॥
কুমারীর ভাব হেরি সহচরীগণ ।
বলে সখি সাধ রাখ একটি বচন ॥
মৃগ অন্বেষণে চল গহন কাননে ।
মনোব্যথা যাবে বন শোভা দরশনে ॥
শুনিয়ে সখীর বাণী জেলেখা সুন্দরী ।
মৃগ অন্বেষণে চলে সহ সহচরী ॥
বন শোভা দরশন করিতে করিতে ।
প্রবেশিল রাজবালা দুর্গম বনেতে ॥

মালেক সওদাগরের ইসফ সমভিব্যাহারে মিশরে আগমন ।

এখানে মালেক সাধু ইসফে লইয়ে ।
প্রেমানন্দে মিশরেতে উত্তরে আসিয়ে ॥
নগরেতে প্রচার করিল সদাগর ।
বিকাইবে অপরূপ একটি নফর ॥
সে রূপের তুল্য নহে কোটি শশধর ।
রূপে রমণীর অতি নবীন কিশোর ॥
নগরনিবাসী যত করিল শ্রবণ ।
দ্রুতগতি চলে সবে করিতে দর্শন ॥

হেনকালে কতগুলি নগরনাগরী।
ইসফে হেরিতে তারা যায় ত্বরা করি॥
মোহিত হইয়ে সবে ইসফে দেখিয়ে।
এখ দৃষ্টে অনিমিকে রহিল চাহিয়ে॥
কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি।
আহা মরি কার কোল শূন্যময় করি॥
এসেছে কাহার সহ আহা মরি মরি॥
আহা যদি এরূপ করিয়ে নিরীক্ষণ।
যাইতে গৃহেতে আর না চলে চরণ॥
গৃহেতে যাইয়ে ছার পতির বদন।
ইচ্ছা নাহি হয় আর করি দরশন॥
এইরূপে ঘাটে মাঠে যেখানে যে শোনে।
উভরঙ্গে ধায় সবে ইসফ দর্শনে॥
যার যত ধন ছিল লয়ে যতনেতে।
তাড়া তাড়ি যায় সবে ইসফে কিনিতে॥
নৃপতির ভাট এক করি আগমন।
ইসফের রূপ সে করিল দরশন॥
অমনি ধাইয়ে গিয়ে রাজার গোচরে।
কহিতে লাগিল ভাট যুড়ি দুই করে॥

ভাটকর্ত্তৃক ইন্দুর রূপ বর্ণন।

শুন শুন মহারাজ, এ কথা কহিব কায়,
যে রূপ করেছি দরশন।
জিনি শত ভোগপতি, মানেক সাধু সংহতি,
আসিয়াছে দাস এক জন॥
বিধুবদনের পাশ, জগতে অতি স্বরূপ,
হেরি শোভা শশধর ক্ষীণ।
তাই কলঙ্কের ছলে, রহে গগনমণ্ডলে,
ক্ষয়াক্ষয় করে দিন দিন॥
হেরি রূপে অতনু, ত্যজি ফুলময় ধনু,
মনোদুঃখে হয়েছে অনঙ্গ।
সে রূপ মাধুরী হেরি, কাম অঙ্গ পরিহরি,
রতি ইচ্ছে তার অঙ্গ সঙ্গ॥
ফুলময় তার দেহ, নির্ম্মায়েছে পিতামহ,
বন পুষ্প করি আহরণ।
নতুবা এতেক শোভা, জগতের মনোলোভা,
মহারাজ হবে কি কারণ॥
বিধাতা লয়ে নলিনী, গড়িয়াছে মুখ খানি,
ইন্দীবরে নয়ন রঞ্জন।
লইয়ে অপরাজিতা, কেশ গড়িয়াছে ধাতা,
কুন্দ পুষ্পে সুচারু দশন॥

বান্ধুলি দিয়ে অধর, নিন্দা রয়েছে সৃষ্টিকর,
বাহুদ্বয় মৃণাল লইয়ে ;
লইয়ে চম্পককলি, নির্মায়েছে দশাঙ্গুলি,
পাদপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়ে ॥
তেমন রূপতেজ যার, ত্রিভুবনে যেবা তার,
জগতে শোভিত সর্বজনে ।
দেখিবারে সে সুন্দরে, এনেছে এই নগরে,
এই নিবেদন শ্রীচরণে ॥ *

জেলেখার উপবনে রাজ ও ইসফের
সহিত দর্শন ।

এখানে মালেক সাধু ইসফে লইয়ে ।
রয়্যান নৃপ কাছে উত্তরে আসিয়ে ॥
ইসফের রূপ দেখি মোহিত রাজন ।
এক দৃষ্টে নরপতি করে নিরীক্ষণ ॥
কহে সাধু ভূপ প্রতি যুড়ি দুই কর ।
বিক্রয় করিব আমি ইসফ নফর ॥
শুনিয়ে ভূপতি কয় মধুর বচনে ।
বিক্রয়ার্থ লয়ে যাহ প্রকাশ্য আপণে ॥
যত মূল্যে বিকাইবে ইসফ রতন ।
তাহার দ্বিগুণ আমি করিব অর্পণ ॥

শুনিয়ে ফকির সাধু করিল গমন।
ইসফে কিনিতে ধায় যত মহাজন॥
বিরহিণী রাজবালা এখানে কাননে।
বনে বনে ভ্রমে প্রাণপ্রিয় অন্বেষণে॥
অতিশয় মনোহর গহন কানন।
নানাবিধ ফল ফুলে অতি সুশোভন॥
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে অতি মনোহর।
কোকিল কোকিলা কুল বসি তরুপর॥
সকলেতে একত্রেতে মিলাইয়ে স্বর।
নিরন্তর পঞ্চস্বরে বাণে পঞ্চশর॥
কত ফুল বিকশিত মোহিয়া নয়ন।
রূপসী যুবতী প্রতি যুবক যেমন॥
ফুটেছে অপরাজিতা কি শোভা তাহার।
কুমারীর কেশ সনে তুলনা যাহার॥
সরোবরে ফুটিয়াছে বহু পদ্ম ফুল।
প্রেমদার মুখ সনে যার সমতুল॥
ফুটেছে কদম্ব পুষ্প অতি সুশোভন।
যার তলে ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ফুটেছে মাধবীলতা মরি কি বাহার।
যার স্পর্শে প্রেমার্ণব উথলে রাধার॥
অগণন চম্পক কলিকা মুকুলিত।
তুলনা যাহার হয় অঙ্গুলি সহিত॥

একরূপ বনের শোভা সন্দর্শন করি।
পতির বিরহানলে কাতর সুন্দরী॥
কহে সখি কেন মোরে নিয়ে এলি বনে।
দেখ যত ফুল ওই তীক্ষ্ণ বাণ হানে॥
তাহে পিক কুহু স্বরে জ্বালায় শরীর।
গুন্‌গুন্ স্বরে ভৃঙ্গ করে গো অস্থির॥
আর সখি কুল মান আমার না রহে।
দুঃসহ বিরহানল কত প্রাণে সহে॥
বলিতে বলিতে আসি বিরহ অনল।
প্রজ্জ্বলিত করিল দ্বিগুণ করি বল॥
মন বন অবিলম্বে দহিতে লাগিল।
বিষম জ্বালায় ধীরা মুর্চ্ছিতা হইল॥
কত ক্ষণে পেয়ে জ্ঞান উন্মাদিনী প্রায়।
ভাবেতে ভাবিনী আঁখিনীরে ভেসে যায়॥
কহে ওহে প্রাণপ্রিয় তব প্রেম আশে।
চিরকাল দুঃখে গেল মৃত্যু অবশেষে॥
আসক্তি অনলে নিজ দেহ জ্বালাইয়ে।
পাইলাম এত কষ্ট তোমার লাগিয়ে॥
দৈব বাণী শুনিলাম দুই তিন বার।
তাহাও হইল মিথ্যা কপালে আমার॥
থাকিতে পরাণ যদি না পেলাম প্রাণে।
কি ফল হইবে সখি রাখিয়ে এপ্রাণে॥

চল চল চল সখি চল গো ভবন।
এখানে থাকিয়ে আরো জ্বলে যে জীবন
নাথের বিরহ বিষে হয়ে জ্বালাতন।
চলিল ভবনে ধনি সহ সখীগণ॥
ইসফ সুন্দর হয় বিক্রয় যথায়।
সখীসহ রাজবালা আইল তথায়॥
মহা সমারোহ দেখি জেলেখা তখন।
জিজ্ঞাসে সখীরে বালা হবার কারণ॥
রূপসী রমণী এক বয়সে প্রবীণা।
হাসিয়ে বালারে কয় প্রফুল্ল বদনা॥
মালেক নামেতে সাধু আনি এই দেশে।
বিক্রয় করিছে সেই তার নিজ দাসে॥
তাহার রূপের আমি দিতে নারী সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে গো তাহার মুখ সমা॥
শুনিয়ে কহেন তবে জেলেখা সুন্দরী।
দেখিব দাসেরে আমি শুন সহচরি॥
শীঘ্র চল সখি আর বিলম্ব কি জন্য।
দেখিব কেমন সে দাসের সুলাবণ্য॥
এত বলি রাজবালা করিয়ে গমন।
দূরে হতে ইসফে করিল দরশন॥
নিরীক্ষণ করি ধনী স্বপনের ধন।
ভূমিতলে পড়িলেন হয়ে অচেতন॥

সখীগণ তুলিল করিয়ে ধরাধরি।
আলু থালু হয়ে অতি উঠিল সুন্দরী॥
কুমারীর প্রতি কহে সহচরীগণ।
অচেতন হয়েছিলে কহ কি কারণ॥
শুনিয়ে কুমারী কহে শুন সহচরি।
যার লাগি কাঁদি আমি দিবস সর্ব্বরী॥
যার প্রত্যাশাতে আমি মিশরেতে আসি।
ওই দেখ দাঁড়াইয়ে সেই গুণরাশি॥

ইসফ দর্শনে জেলেখার
মনোদুঃখ।

সঙ্গিনীর হস্ত ধরি, বিনয়ে কহে সুন্দরী,
যায় নিশি মন উচাটন।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন॥
করি যার প্রেম আশ, ত্যজিয়াছি গৃহবাস,
ভ্রমিতেছি কাননে কানন।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন॥
মিশরেতে যার আশে, আসিয়াছি প্রেমাবেশে,
পাইবারে প্রাণের রতন।

আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন ॥
যাহার বিরহানল, সর্ব্বদা হয়ে প্রবল,
মনপ্রাণ করিতে দহন।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন ॥
যাহার প্রেমের দায়, বঞ্চিয়ে পিতামাতায়,
দেশান্তরে করি আগমন।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন ॥
যার আজ্ঞা অনুসারে, বরিয়াছি আজিজেরে,
মান্য করি যাহার বচন।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন ॥
মম হৃদি পদ্মাসনে, বসাইয়ে যেই জনে,
নিরীক্ষণ করি অনুক্ষণ।
আহা আহা মরি মরি, দেখ দেখ সহচরি,
এই সেই স্বপনের ধন ॥
এই রূপে গুণবতী, কহে সকাতরে অতি,
নিরখিয়ে স্বপনের ধনে।
ভাব হেরি সখীগণ, প্রবোধ দিয়ে তখন,
লয়ে যায় আপন ভবনে ॥

গৃহেতে আসিয়ে ধনী, ভাবে কান্ত গুণমণি,
বক্ষ ভাসে নয়নের নীরে।
হেনকালে ফুলবাণ, করে ধরি ফুলবাণ,
হানিল বালার কলেবরে॥
পাইয়ে বিষম জ্বালা, আহা উহু করে বালা,
ঢলে পড়ে অমনি ধরায়।
নিঃশ্বাস হইল স্থির, শরীর হইল ধীর,
সখীগণ করে হায় হায়॥

আজিজ কর্ত্তৃক ইসফকে ক্রয় ও জেলে-
খাকে সমর্পণ।

কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান কহেন সুন্দরী।
আজিজেরে ডাকি মোরে দেহ সহচরি॥
সঙ্গিনী বালার বাণী করিয়ে শ্রবণ।
আজিজের নিকটেতে আইল তখন॥
করযোড়ে আজিজেরে সহচরী কয়।
বারেক অন্দরে চল ওগো মহাশয়॥
যুবতী কাতর অতি কারণ না জানি।
চল চল মহাশয় দেখিবে আপনি॥
শুনি সঙ্গিনীর বাণী আজিজ সত্বরে।
উপনীত হইলেন জেলেখা গোচরে॥

আজিজে দেখিয়ে কয় সুধাংশুবদনী।
এক নিবেদন মম শুন গুণমণি॥
অপরূপ দাস এক প্রকাশ্য বাজারে।
বিক্রয় হতেছে তারে কিনে দেহ মোরে॥
শুনিয়ে আজিজ কহে সে কি কথা প্রিয়ে
কেমনে তাহারে আমি দিব হে কিনিয়ে॥
ইসফের রূপে মুগ্ধ নৃপ মহাশয়।
কত ধন আছে তব করিবে হে ক্রয়॥
বালা কয় শুন নাথ মম নিবেদন।
নৃপতির কাছে তুমি করহ গমন॥
এই কথা নৃপতিরে বল বুঝাইয়ে।
জেলেখা কাতর অতি দাসের লাগিয়ে॥
এদীনেরে কৃপা করি প্রফুল্লিত চিত্তে।
অনুমতি দেহ নৃপ ইসফে কিনিতে॥
এত বলি বিনোদিনী লয়ে বহু ধন।
আজিজের করেতে করিল সমর্পণ॥
শুনিয়ে বালার বাণী আজিজ তখন।
উপনীত হইলেন যথায় রাজন॥
আদ্য অন্ত নৃপতিরে নিবেদন করে।
অনুমতি লইয়ে কিনিতে যায় তারে॥
হেনকালে দৈব বাণী হল আচম্বিতে।
ইসফ ব্যতীত কেহ না পায় শুনিতে॥

শুন রে ইসফ ধীর ধর রে বচন।
আজিজের সহ তুমি করহ গমন॥
যে ধন এনেছে বাপু কিনিতে তোমারে।
সাধুবরে দিয়ে যাহ জেলেখা গোচরে॥
শুনিয়ে আকাশ বাণী ইসফ সুজন।
সাধুরে অর্পিল আজিজের দত্ত ধন॥
রীতিমত ক্রয় করি আজিজ মেশ্বর।
সুখেতে লইয়ে চলে ইসফ সুন্দর॥
জেলেখার নিকটেতে করি আগমন।
হাস্য আস্যে মৃদুস্বরে রমণীরে কন॥
যার লাগি হয়েছিলে অশান্ত কাতর।
এই লহ তব সেই ইসফ সুন্দর।
রাখিবে ইহারে প্রিয়ে অতি যতনেতে।
এই বলি বীরবর যায় বাহিরেতে॥
প্রিয়ের মুরতি হেরি প্রফুল্ল সুন্দরী।
উথলিয়ে উঠিল অমনি প্রেমবারি॥

ইসফের প্রতি জেলেখার উক্তি।

নিকটে পাইয়ে রামা স্বপনের ধনে।
এক দৃষ্টে বিনোদিনী দেখেন রমণে॥

রূপবতী ভাবনা করেন মনে মনে।
বহু ভাগ্যে পিতামহ মিলায় এ জনে॥
কত পুণ্য করেছিনু জন্ম জন্মান্তরে।
তাই বিধি হেন নিধি ঘটায় আমারে॥
এত বলি বিনোদিনী লইয়ে রমণে।
মহাবেশে রাজবেশ সাজায় যতনে॥
যত্নে রত্নসিংহাসনে বসাইয়ে সতী।
নানাবিধ মিষ্টরসে তোষে প্রাণপতি॥
সহচরী দুই পাশে চামর ঢুলায়।
কি কব সে শোভা যেন ব্রজে শ্যামরায়॥
সহচরী করে ধরি কহেন জেলেখা।
এই দেখ সহচরি মম প্রাণসখা॥
এই মম রতি গতি এই প্রাণপতি।
একান্তে ও পাদপদ্মে সঁপিয়াছি মতি॥
এই মম ধ্যান জ্ঞান এই প্রিয়জন।
ইহারে সঁপেছি আমি যৌবন রতন॥
এই মম প্রিয়তম জগত্ সংসারে।
ইহার কারণ ভ্রমি দেশ দেশান্তরে॥
বলিতে বলিতে রামা কামশরানলে।
দহন হইয়ে প্রাণপতি প্রতি বলে॥
তোল তোল বিধুমুখ হে বিধুবদন।
বাঁচাও বালায় নাথ দহিছে মদন॥

সপ্তম বৎসর যবে আমার বয়েস।
তখন স্বপনে দেখি শুন হৃদয়েশ॥
এসপ্ত বৎসর প্রাণ বিরহে তোমার।
জর জর হল তনু কি কহিব আর॥
কমল নয়ন মেলি চাহ প্রাণপতি।
কৃপা বারি বরিষণে বাঁচাও যুবতী॥
প্রাণকান্ত কর শান্ত বিরহ বেদন।
আর না সহিতে পারি ওহে প্রিয়জন॥
আসক্তি অনলে দেহ জ্বলিছে আমার।
তোমা বিনে সে জ্বালা নিবায় সাধ্য কার॥
এরূপে রূপসী খেদ করিল বিস্তর।
ইসফ নিষ্ঠুর অতি না দেয় উত্তর॥
পুনর্ব্বার কহে ধনি প্রেমের আবেশে।
কহ নাথ কথা নাহি কহ কোন্ দোষে॥
করেছি কি অপরাধ চরণ কমলে।
কেন নাহি কথা কহ বিধুমুখ তুলে॥
তথাপি ইসফ কিছু নাহি কহে কথা।
অন্তরেতে জেলেখা অনন্ত পায় ব্যথা॥
এইরূপে ধনি পুন সপ্তম বৎসর।
ইসফের সঙ্গে রহে দুঃখিত অন্তর॥
তথাপি মিলন নহে আহা মরি মরি।
আসক্তি অনলে জ্বলে জেলেখা সুন্দরী॥

ইসফের নিকট জেলেখার মনোদুঃখ।

আর এক দিনে, জেলেখা নবীনে,
ইসফে বিনয়ে কয়।
মম নিবেদন, ও বিধুবদন,
তোমা কোন রসময় ॥
সুধামাখা বাণী, রুক্ষ গুণমণি,
যুড়াও তাপিত প্রাণ।
ওহে প্রিয়জন, বাঁচাও জীবন,
প্রেমবারি করি দান ॥
ধরি ফুলবাণ, হানে ফুল বাণ,
দেখ দেখ রসময়।
বাঁচাও আমায়, নহে প্রাণ যায়,
আর দুঃখ নাহি সয় ॥
মলয়া সমীর, জ্বালায় শরীর,
প্রতিকূল পিককুল।
তবে কি হে প্রাণ, বাঁচিবে এ প্রাণ,
তুমি হলে প্রতিকূল ॥
ভরসা তোমার, কেহ নাহি আর,
বাঁচাতে বিরহ বিষে।

নির্দয় হইলে, ছলনা করিলে,
অবলা বাঁচিবে কিসে ॥
ও হে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দহি হে মদন বাণে ॥
আসক্তি অনলে, সদা প্রাণ জ্বলে,
শান্ত নহে তোমা বিনে ॥
বিরহ সাগরে, কেবা আর তারে,
তোমা বিনে প্রাণধন।
বিরহ জ্বালায়, তনু জ্বলে যায়,
প্রবোধ না মানে মন ॥

জেলেখার প্রতি ইঁসফের উক্তি, এবং
সখীর ইঁসফকে প্রবোধ প্রদান।

জেলেখার কথা শুনি ইঁসফ তখন।
মৃদুস্বরে কহে যেন পিযুষ বর্ষণ ॥
শুন শুন বিনোদিনি মনে ধৈর্য্য ধর।
এদাসের লাগি কেন হতেছ কাতর ॥
ধরি পায় রূপসি হে ক্ষমা দেহ মোরে।
প্রাণান্তে ভজিতে আমি নারিব তোমারে ॥
কখন না দেখি হেন কভু নাহি শুনি।
দাসেরে ভজনা করে হয়ে ঠাকুরাণী ॥

যদ্যপি শোনেন ইহা তব প্রাণনাথ।
অমনি উভয়ে করিবেন যম সাথ॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেহ গুণবতি।
কভু নাহি হয় গো রহে পিরীতি কুরীতি॥
পতি প্রতি রাখ মতি কর তাঁর সেবা।
ইহা বিনে রমণীর ধর্ম্ম আর কিবা॥
ইসফের বাণী শুনি জেলেখা যুবতী।
করযোড়ে সবিনয়ে কহে পতি প্রতি॥
তুমি মম ধ্যান জ্ঞান তুমি মম পতি।
এক জান ও পাদপদ্মে সঁপিয়াছি মতি॥
তুমি মম গতি গতি ওহে প্রাণধন।
আজিকে ভজাতে হলে ত্যজিব জীবন॥
ইসফ কহেন তুমি ভজ বা না ভজ।
প্রাণান্তে নারিব আমি করিতে এ কাজ॥
শুনিয়ে নিষ্ঠুর বাণী প্রিয়তম মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন কুমারীর বুকে॥
পাইয়ে সখীর কাছে করিয়ে গমন।
অধীরা হইয়ে ধীরা করয়ে রোদন॥
বলে সখি পাপ প্রাণ আর নাহি রহে।
প্রিয়তম ইসফ আমারে নাহি চাহে॥
বাঁচাও গো প্রিয়সখি মিলায়ে তাহায়।
নতুবা এ পাপ প্রাণ রাখা নাহি যায়॥

এত বলি সঙ্গিনীর ধরিয়ে চরণ।
আসক্তি অনলে জলি করেন রোদন॥
সঙ্গিনী বালার ভাব করি নিরীক্ষণ।
ইসফের নিকটেতে করিল গমন॥
বড়ই চতুরা ধনী নানা ছলা জানে।
বিনায়ে বিনায়ে কহে ইসফ সুজনে॥
নবীন বয়স তাহে রূপের তরঙ্গ।
কেন নাহি ইচ্ছ ভাই নারী অঙ্গ সঙ্গ॥
রূপসী যুবতী অতি জেলেখা নবীনা।
বিদ্যুত জিনিয়ে রূপ চন্দ্রনিভাননা॥
তোমার আবেশানলে হয়ে জ্বালাতন।
ধরায় পড়িয়ে ধনী করিছে রোদন॥
সপ্তম বৎসরে ধনী তোমারে স্বপনে।
নিরখিয়ে তদবধি জ্বলে মনাগুনে॥
তব লাগি বিরহে জ্বালায় প্রাণ মন।
তব লাগি অঙ্গে নাহি রাখে আভরণ॥
তব লাগি ভাসে সদা নয়নের জলে।
তব লাগি নিরন্তর অঙ্গ তার জ্বলে॥
তব লাগি পড়েছিল বেড়ি যার পায়।
উচিত ভজিতে তারে ওহে রসরায়॥
শুন হে ইসফ বলি রাখ মম বাণী।
কৌতুকে করহ ক্রীড়া লইয়ে কামিনী॥

হৃদয়ে হৃদয় রাখি যুড়াও জীবন।
নিরন্তর সে তোমারে করিবে যতন॥
এরূপ যৌবন নাই দিন দুই চারি।
তাই বলি কর ক্রীড়া লয়ে সেই নারী॥
যেমন যুবক তুমি তেমনি যুবতী।
উভয়ে মিলিবে যেন রতি রতিপতি॥
ইসফ কহেন শুন ওগো সহচরি।
ও কর্ম্মে সম্মত আমি হইবারে নারি॥
শুনি সহচরী কয় একথা কেমন।
একথা শুনিলে ধনী ত্যজিবে জীবন॥
কাতরা যুবতী অতি তব প্রেমানলে।
শীতল করহ তারে মদন অনলে॥
এইরূপে ইসফেরে নানা ছল করি।
কহিতে লাগিল এত কথা সহচরী॥
ছিটে ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র অনেক করিল।
তথাপি ইসফে বশ করিতে নারিল॥

ইসফের অসম্মতিতে জেলেখার মনোদুঃখ।

সঙ্গিনী আসিয়ে বলে শুন গো জেলেখা।
সম্মত নাহিক হয় তব প্রাণসখা॥

সঙ্গিনীর মুখে ইহা শুনি রাজবালা।
অন্তরেতে প্রেমাগুনে হল বড় জ্বালা॥
সজলনয়নে কহে জেলেখা সুন্দরী।
বল বল প্রিয় সখি উপায় কি করি॥
দারুণ বিরহানলে দেহ জ্বালাতন।
কেমনে বাঁচিব সখি না হলে মিলন॥
দংশিতেছে বিচ্ছেদভুজঙ্গ সর্ব্বকায়।
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিষম জ্বালায়॥
কেমন কপাল মোর বুঝিতে না পারি।
গৃহে কান্ত প্রাণ অন্ত তবু সহচরি॥
কোথা প্রাণ যুড়াইব প্রাণেশের সহ।
বিপরীত করিলেন তাহে পিতামহ॥
দাসী হয়ে নিরন্তর সেবিলাম তায়।
তবু সে নির্দ্দয় কান্ত আমারে না চায়॥
যামিনীতে একত্রেতে শয়নেতে থাকি।
ভ্রান্তে কান্ত নাহি চায় মেলি দুটি আঁখি॥
বলিতে বলিতে নিশানাথ হল গত।
ভূমিতলে পড়ে বালা হয়ে জ্ঞানহত॥
চৈতন্য পাইয়ে শেষে করেন রোদন।
ভাসিল নয়ননীরে অঙ্গের বসন॥
প্রবল হইয়ে মনে আসক্তি আগুন।
দহিতে লাগিল বল করিয়ে দ্বিগুণ॥

অমনি রমণী প্রেমে হইয়ে বিহ্বলা।
নাথের নিকটে যায় যেন মাতয়ালা॥
প্রেমাবেশে বিনোদিনী করিয়ে যতন।
বাহু পসারিয়ে নাথে করিল ধারণ॥
অমনি ইসফ ধীর হয়ে নতানন।
সঙ্কটে পড়িয়ে করে ঈশ্বরে স্মরণ॥
কতক্ষণ পরে জ্ঞান পাইয়ে সুন্দরী।
বিনয় করিয়ে কহে কান্ত করে ধরি॥
কর ত্রাণ ওহে প্রাণ বিরহ জ্বালায়।
নতুবা এ পাপ প্রাণ রাখা নাহি যায়॥
জ্বলিতেছে কলেবর বিরহ দহনে।
কর শান্ত প্রাণকান্ত প্রেম সুধা দানে॥
তোল তোল মুখশশী হওনা নিদয়।
কাতরা কামিনী প্রতি দেখ রসময়॥
তথাপি ইসফ নাহি তোলে চন্দ্রানন।
নতাননে করে ধীর ঈশ্বরে স্মরণ॥
এইরূপে গত হয় কতেক অয়ন।
আসক্তি অনলে বালা জ্বলে অনুক্ষণ॥

জেলেখার বিরহ বিকার বর্ণন।

এই রূপে বিনোদিনী, নিরন্তর বিষাদিনী,
প্রিয় সহ মিলন কারণ।

কত ছলা কলা করে, ভুলাইতে প্রাণেশ্বরে,
তাহে কি তাহার মজে মন।
যামিনীতে একত্রেতে, সুবর্ণের পালঙ্কেতে,
করে দোঁহে যামিনী যাপন।
ঘুম নাহি জেলেখার, সর্ব্বদা ভাবনা তার,
কিসে ভোলে প্রাণেশের মন॥
উঠি কভু রসবতী, প্রিয়সঙ্গিনী সংহতি,
মৃদুস্বরে নানা গান করে।
নিদ্রিত রমণে ধরে, কভু আলিঙ্গন করে,
কভু করে রোদন অন্তরে॥
এই রূপে গুণবতী, অত্যন্ত বিষাদ মতি,
ক্রমে বৃদ্ধি বিরহ বিকার।
ত্যজে বসন ভূষণ, দিবানিশি জ্বালাতন
নিরাধারা চক্ষে নীরধার॥
সুবর্ণবরণী বালা, পাইয়ে বিষম জ্বালা,
ক্রমে কালীবর্ণ হল তার।
ধিক ধিক তোরে বিধি, এ তোর কেমন বিধি,
পরাণ নাশিলে অবলার॥
পিরীতের গুণ যত, তাহা আমি কব কত,
যে বুঝেছে প্রেমিক সে জন।
অবলা সরলা বালা, পাইয়ে বিষম জ্বালা,
বুঝি যায় শমন সদন॥

নেত্রে সদা জল ঝরে, বল নাহি কলেবরে,
পাগলিনী রাজার তনয়া।
বলে কোথা ভগবান, বালার রাখহ প্রাণ,
প্রাণেশের সহ মিলাইয়া॥
এত বলি বিনোদিনী, যায় যথা গুণমণি,
অচেতন হইয়ে নিদ্রায়।
প্রাণেশ্বর পদ ধরি, বিনয়ে কহে সুন্দরী,
চক্ষুনীরে বক্ষ ভেসে যায়॥
নিদ্রা ত্যজি ওহে প্রাণ, রাখ অধিনীর প্রাণ,
নহে যাই শমন সদন।
তোমার অন্বেষণানলে, সদা মোর অঙ্গ জ্বলে,
নিরন্তর দগ্ধ হয় মন॥
বিরহ সাগরপারে, লয়ে যেতে কেবা পারে,
তোমা বিনে ওহে গুণরাশি।
নিদ্রা ত্যজে প্রাণধন, জুড়াও হে প্রাণধন,
নহে বধ ধরি তীক্ষ্ণ অসি॥
প্রাণ যে করে আমার, অন্যে কি জানিবে তার,
সে কথা কহিব আমি কায়।
তোমা বিনে পরিত্রাণ, কে আর করিবে প্রাণ,
এই জ্বালা জলে কি যুড়ায়॥
তোমার প্রেমের হেতু, বাঁধিয়ে ধর্ম্মের সেতু,
তব বাক্যে বিশ্বাস করিয়ে।

মা বাপেরে পরিহরি, আজিকে পতিত্বে বরি,
আছি হেথা তোমার লাগিয়ে॥
এইরূপে সুবদনী, যেন মণিহারা ফণী,
ভাসে সদা নয়নের জলে।
ইসফ নিদয় অতি, না চাহে কামিনী প্রতি,
ভাল মন্দ কিছু নাহি বলে॥
হেন কালে নিশাকর, ক্রমে হয়ে হীনকর,
অস্তাচলে করিল গমন।
প্রকাশিয়ে নিজ কর, হরিবে তাহার পর,
দিনকর প্রকাশে কিরণ॥

সপ্তম বাসর নির্ম্মাণের উদ্যোগ।

কাতরা সুন্দরী অতি নাথ অমিলনে।
নিরন্তর দহে দেহ আসক্তি আগুনে॥
হেন কালে এক বৃদ্ধা নগরনিবাসী।
জোলেখার নিকটেতে উপনীত আসি॥
সুলম্বিত পয়োধরা তনু নানা বেশ।
বয়সের অন্ত নাই শুক্লবর্ণ কেশ॥
কাঁচলিতে স্তন আঁটা কত ছটা তায়।
যুবক যুবতী এক ক্ষণেতে ভুলায়॥

ধীরে ধীরে নিকটেতে করি আগমন।
মৃদু স্বরে কুমারীরে সবিনয়ে কন॥
কি দুঃখে দুঃখিনী তুমি কহ না কারণ।
কেন কেন দেখি তব শুষ্ক চন্দ্রানন॥
মণিহারা ফণি প্রায় কেন গো সুন্দরি।
অাঁখিনীরে ভাসতেছ দিবস সর্বরী॥
বল তব দুঃখ আর করিব মোচন।
দয়া হইতেছে তব দেখিয়ে বদন॥
শুনিয়ে জেলেখা অতি হরষিত হয়ে।
প্রবীণার প্রতি কহে অতি সবিনয়ে॥
ওই দেখ পালঙ্কেতে রূপ মনোহর।
উহার আবেশানলে জ্বলি নিরন্তর॥
সপ্তম বৎসরে আমি শয়নে স্বপনে।
নিরখিয়ে তদবধি জ্বলি মনাগুনে॥
নয়নে নয়নে যদি হয় গো মিলন।
অমনি ও গুণমণি ফিরায় নয়ন॥
আমি কত কথা কহি ধরিয়ে চরণ।
মম প্রাণনাথ থাকে হয়ে নতানন॥
সপ্তম বৎসর ওই প্রাণপ্রিয় সহ।
উভয়েতে একত্রেতে থাকি অহরহ॥
কিন্তু নাথ মুখ তুলে কভু নাহি চাহে।
বিষম বিরহানল কত প্রাণে সহে॥

বাঁচাও আমারে তুমি করিয়ে মিলন ।
নতুবা দেহেতে আর রহে না জীবন ॥
শুনিয়ে প্রবীণা কহে এই কোন কাজ ।
ছলেতে ভুলাতে পারি যোগীর সমাজ ॥
কিন্তু বাছা ধন বিনা কোন কর্ম্ম নয় ।
ভেবে দেখ বিনোদিনি ধনে সব হয় ॥
জেলেখা কহেন মেয়ে শুন বলি সার ।
মিলাইতে পার যদি ধন কোন ছার ॥
বৃদ্ধা কহে দেহ তবে ধন অপ্রমিত ।
সত্বরে করিব সপ্ত বাসর নির্ম্মিত ॥
নানাবিধ চিত্র আমি করিব রচন ।
হেরিলে হইবে মুগ্ধ যুবকের মন ॥
এত শুনি বিনোদিনী লয়ে বহু ধন ।
প্রবীণার করেতে করিল সমর্পণ ॥

সপ্তম বাসর নির্ম্মাণ ।

বহু ধন পেয়ে বৃদ্ধা হরষিত চিতে ।
চলিলেন সপ্তম বাসর নির্ম্মাইতে ॥
নিয়োজিল শত শত কর্ম্মচারিগণ ।
নির্ম্মাইল সপ্তম বাসর সুশোভন ॥

রতনে মণ্ডিত সাত গৃহ সারি সারি।
তার মধ্যে করিলেক কত কারিগরি॥
নানাবিধ চিত্র কৈল অতি মনোহর।
ইসফ কি ছার মোহে মুনির অন্তর॥
প্রথম গৃহেতে চিত্র করিল সুন্দর।
জেলেখা বসিয়ে যেন সহ প্রাণেশ্বর॥
মুখে মুখে বুকে বুকে রহে নিরন্তর।
করি নানা রসে কেলি যুড়ায় অন্তর॥
মানিনী জেলেখা অতি নিরখি নাগরে।
নাগর সাধেন ধরি প্রমদার করে॥
দ্বিতীয় গৃহেতে চিত্র করিল প্রবীণা।
উলঙ্গিনী নিদ্রাযুক্তা জেলেখা নবীনা॥
হেন কালে ইসফ করিয়ে আগমন।
বলেতে ধরিয়ে তারে দিচ্ছে আলিঙ্গন॥
তৃতীয় গৃহেতে চিত্র করিল যতনে।
ইসফ জেলেখা যেন বসি একাসনে॥
নানাবিধ মিষ্ট রসে করেন ভোজন।
ভোজনান্তে সুরতে মাতিল দুই জন॥
চতুর্থ গৃহেতে চিত্র করিল সুন্দর।
পালঙ্কে বসিয়ে যেন নাগরী নাগর॥
প্রেমাবেশে নাগর ধরিয়ে নাগরীরে।
কাঁচলি ছিড়িয়ে ফেলে উলঙ্গিনী করে।

পলাইয়ে যেতে চায় জেলেখা যুবতী।
প্রিয়ারে ধরিয়ে শীঘ্র প্রিয় চাহে রতি॥
করিল পঞ্চম গৃহে চিত্র চমৎকার।
প্রেয়সীর সহ যেন বসি গুণাধার॥
উভয়েতে একত্রেতে প্রেমের আবেশে।
যুড়ায়েছে মনঃ প্রাণ মনমথ রসে॥
ষষ্ঠ বাসরের চিত্র বর্ণন না হয়।
যেন সতী লয়ে পতি সুখে নিদ্রা যায়॥
গলাগলি করি দোঁহে অপূর্ব্ব শয্যায়।
প্রেমের আসঙ্গে সুরতান্তে নিদ্রা যায়॥
সপ্তম গৃহের চিত্র চমৎকার অতি।
মান ভরে আছে যেন জেলেখা যুবতী॥
ধীরে ধীরে ইসফ করিয়ে আগমন।
রমণীর মান ভাঙ্গে ধরিয়ে চরণ॥
তদন্তর নির্ম্মাইয়ে রত্নসিংহাসন।
তাহাতে দেবীর মূর্ত্তি করিল স্থাপন॥
এই রূপে চিত্র বৃদ্ধা সমর্পণ করি।
নিবেদিল আসি যথা জেলেখা সুন্দরী॥
চলিল যুবতী অতি হরষিত হইয়ে।
বৃদ্ধারে প্রশংসা করে বাসর দেখিয়ে॥
দেবী দেখি হরষিতে রাজার নন্দিনী।
পূজা সমর্পিয়ে স্তব করে বিনোদিনী॥

জয় জয় মহাদেবি বিপদনাশিনি।
ইসফে মিলায়ে মোরে দেহ গো জননি॥
দাহিতেছে বিচ্ছেদঅনলে সর্ব্বকায়।
মিলায়ে দেহ গো মাতা নহে প্রাণ যায়॥
বৃদ্ধা বলে শুন বলি রাজার নন্দিনি।
সপ্তম বাসরে আন তব গুণমণি॥
শুনিয়ে জেলেখা অতি প্রফুল্ল হইয়ে।
প্রাণনাথে আনিবারে চলিল ধাইয়ে॥

ইসফ জেলেখার সপ্তম বাসরে প্রবেশ।

রাজবালা হাসি হাসি, প্রিয়ের নিকটে আসি,
তাহারে সাজায় সযতনে।
নানাবিধ অভরণে, সাজাইল প্রাণ ধনে,
আর যাহা শোভে যেই থানে॥
এইরূপে গুণবতী, সাজাইয়ে প্রাণপতি,
করপদ্ম করপদ্মে ধরে;
গজেন্দ্রগামিনী ধনী, লয়ে কান্ত গুণমণি,
প্রবেশিল সপ্তম বাসরে॥
প্রথম গৃহেতে সতী, লয়ে প্রাণ প্রিয়পতি,
বসাইয়ে রত্নসিংহাসনে।

জগজন মনোলোভা, প্রথম বাসর শোভা,
বিনোদিনী দেখায় রমণে ॥
হেরি তাহা সুখদায়, করে মুখে হায় হায়,
রমণে কি করিলে ভগবান্ ।
দেখ দেখ সুন্দর, মুক্ত কর না অম্বর,
রেখ রেখ এদীনের মান ॥
শুনিয়ে নাথের বাণী, মনোদুঃখে বিনোদিনী,
যোড় করে করে নিবেদন ।
মম সহ করি বাস, পূরাও দাসীর আশ,
এ সপ্ত বাসরে প্রাণধন ॥
দেখ চেয়ে প্রাণেশ্বর, চিত্র অতি মনোহর,
করিয়াছি এ সপ্ত বাসরে ।
তব সহ গুণধাম, পূরাইব মনস্কাম,
নিরন্তর বাসনা অন্তরে ॥
শুনিয়ে বালার বাণী, তবে কান্ত গুণমণি,
আঁখি মেলি করে নিরীক্ষণ ।
যে দিকে ইসফ চায়, চিত্র দেখিবারে পায়,
অমনি করেন নতানন ॥
জেলেখা দুঃখিতান্তরে, প্রাণনাথ করে ধরে,
লয়ে যায় দ্বিতীয় বাসরে ।
হেরি চিত্র মনোহর, ইশফ অতি কাতর,
মনে মনে স্মরেন ঈশ্বরে ॥

তৃতীয় চতুর্থ ঘরে, লয়ে যায় প্রাণেশ্বরে,
যুবরাজ নাহি তোলে মাথা।
হেরিয়ে নাথের গতি, জেলেখা কাতর অতি,
অন্তরে অত্যন্ত পায় ব্যথা॥
এই রূপে গুণবতী, লয়ে প্রাণপ্রিয় পতি,
সর্ব্ব গৃহ দরশন করে।
অবশেষে বিনোদিনী, লয়ে কান্ত গুণমণি,
প্রবেশিল সপ্তম বাসরে॥

সপ্তম বাসরে ইসফ জেলেখার কথোপকথন।

প্রাণনাথে বসাইয়ে পালঙ্কে যুবতী।
কহিতে লাগিল সকাতরে তাঁর প্রতি॥
শুন শুন হৃদয়েশ নির্দ্দয় হৈওনা।
অবলা সরলা প্রাণে যাতনা দিওনা॥
সুধামাখা কথা কহ মুখশশী তুলে।
কেন কেন প্রাণধন নীরবে রহিলে॥
জ্বলিতেছে বিচ্ছেদ অনলে সর্ব্বকায়॥
প্রেমবারি বরষিয়ে বাঁচাও বালায়।
নয়নকমল মেলি চাহ একবার।
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিরহে তোমার॥

নিরন্তর চাহে চক্ষু ও রূপ দেখিতে।
নিরন্তর চাহে কর্ণ বচন শুনিতে॥
নিরন্তর চাহে মুখ শ্রীমুখ চুম্বিতে।
নিরন্তর চাহে অঙ্গ ও অঙ্গ স্পর্শিতে॥
নিরন্তর চাহে কর ও কর ধরিতে।
নিরন্তর চাহে হৃদি হৃদয়ে রাখিতে॥
নিরন্তর-বাঁধা আছি তব প্রণয়েতে।
তবে কেন দহে প্রাণ তব বিরহেতে॥
ইসফ কহেন শুন জেলেখা রূপসি।
যদ্যপি আমারে বধ করি তীক্ষ্ণ অসি॥
তথাপি নারিব আমি এ কর্ম্ম করিতে।
কেন মিছা দুঃখ পাও আমার পিরীতে॥
রূপসী যুবতী তুমি সম রূপে গুণে।
আমারে ভজিতে চাহ করিয়ে কি মনে॥
রূপ গুণ হীন তায় হই তব দাস।
আমারে ভজিতে চাহ একি সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়ে যুবতী কহে কি কহিলে প্রাণ।
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান॥
রূপসীগণের বিধি গৌরব ভাঙ্গিতে।
গড়েছে তোমারে তাই বসি বিরলেতে॥
প্রাণনাথ হেরি তব ও বিধুবদন।
অমিলনে কোন্ নারী ধরিবে জীবন॥

ও ভুরু ধনুক তব শুদ্ধ বিষময়।
হেরিলে অমনি হয় কামের উদয়॥
ইউসফ বলেন তব আমি রূপবান।
তজিতে নারিব কিন্তু থাকিতে পরাণ॥
এ কর্ম্মেতে শুদ্ধ ভয় করি দুই জনে।
কহিব তাহার ভেদ শুন সুলোচনে॥
যেই জন সৃজিয়াছে এ তিন ভুবন।
সেই জন সৃজিয়াছে শত গ্রহগণ॥
সেই জন সৃজিয়াছে রবি নিশানাথে।
সেই জন দেছে রক্তে জীবাত্মা রূপেতে॥
যাঁর প্রেমপথে সদা মুনিগণ ভ্রমে।
যাঁর মায়াজালে জীবগণ মুগ্ধ ভ্রমে॥
যাঁর প্রেমরস পেয়ে সদাশিব যোগী।
যাঁর প্রেমে ঋষিগণ হন সর্ব্বত্যাগী॥
যাঁর প্রেমে ধ্রুব শিশু গিয়েছিল বন।
যাঁর প্রেমে প্রহ্লাদের না হল মরণ॥
যাঁর প্রেম অন্বেষণে ভ্রমে সাধুগণে।
শুধু আমি ভয় করি সেই মহাজনে॥
যে জন আমারে ক্রয় করিয়াছে সতি।
ভয় হয় অতিশয় সে জনেরো প্রতি॥
কি জানি যদ্যপি সেই দেখিবারে পায়।
নিশ্চয় শমনাগারে পাঠাবে তোমায়॥

শুনিয়ে নাথের বাণী কহে রূপবতী ।
কেন প্রাণ কর ভয় আজিজের প্রতি ॥
সেতো পতি নহে মম ওহে প্রাণধন ।
তব বাক্যে করিয়াছি পতিত্বে বরণ ॥
স্বপনে আসিয়ে তুমি বলেছিলে যেই ।
পতি বলি আজিজেরে বরিয়াছি তেঁই ॥
বলিতে বলিতে কাঁদি উঠিল বিহ্বলা ।
ইসফের কর ধরি কহে রাজবালা ॥
আলিঙ্গন দেহ মোরে ওহে প্রাণপতি ।
দহিছে অনঙ্গানল বাঁচাও যুবতী ॥
আর দুঃখ রসময় দিও না আমায় ।
কি আর কহিব প্রাণ ধরি তব পায় ॥
তোল তোল বিধুমুখ ওহে রসময় ।
রাখ রাখ গুণমণি দাসীর বিনয় ॥
ইসফ কহেন শুন জেলেখা রূপসি ।
এই লহ গলে মম দেহ তীক্ষ্ণ অসি ॥
জেলেখা বলেন নাথ একথা কেমন ।
আমি অগ্রে গলে অসি করি সমর্পণ ॥
এত বলি তীক্ষ্ণ অসি করিয়ে ধারণ ।
আরোপিল গলদেশে করিতে ছেদন ॥
দেখিয়ে ইসফ বীর লাগিল কাঁপিতে ।
ত্রস্ত হয়ে ধরিলেন জেলাখার হাতে ॥

বিনয়ে বালার প্রতি লাগিল কহিতে ।
মরিবে রূপসি কেন তীক্ষ্ণ অসি ঘাতে ॥
অসি কেন চল চল পালঙ্ক উপরে ।
কহিনু রূপসি সদা ভজিব তোমারে ॥
শুনিয়ে জেলেখা অতি হয়ে হরষিত ।
অসি ফেলি যবরাজে ধরিল ত্বরিত ॥

ইসফের সপ্তম বাসর হইতে পলায়ন ।

বিনোদিনী বিনোদেরে করিয়ে ধারণ ।
স্বর্ণ পালঙ্কোপরি বসিল দুজন ॥
গৃহেতে আছিল তার বিচিত্র বসন ।
তাহাতে দেবীর মূর্ত্তি কৈল আচ্ছাদন ॥
দেখিয়ে ইসফ কহে জেলেখার প্রতি ।
বস্ত্র কিবা আবরিলে কহ গুণবতি ॥
জেলেখা কহেন শুন ওহে প্রাণধন ।
এখনি সুরতে মোরা মাতিব দুজন ॥
এই হেতু গৃহের দেবতা আচ্ছাদিনু ।
মিথ্যা নাহি কহি নাথ স্বরূপ কহিনু ॥
শুনিয়ে ইসফ বীর করেন রোদন ।
জেলেখা কহেন নাথ কাঁদ কি কারণ ॥

কাতরে ইসফ কহে করিয়ে ক্রন্দন ।
কিসে আবরিব আমি প্রভু নিরঞ্জন ॥
আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে হয় যাঁর স্থিতি ।
কেমনে তাঁহারে আমি আচ্ছাদিব সতি ॥
অতএব গুণবতি ত্যজহ আমারে
প্রাণান্তে ভজিতে আমি নারিব তোমারে ।
জেলেখা কহেন শুন ওহে প্রাণধন ।
ধনেতে করিব তুষ্ট প্রভু নিরঞ্জন ॥
ধনে হয় প্রাণনাথ ধর্ম্ম উপার্জ্জন ।
ধর্ম্মেতে করিবে তুষ্ট ঈশ্বরের মন ॥
যত ধন চাবে তুমি দিব হে তোমায়
ধর্ম্ম উপার্জ্জন তুমি করিবে তাহায় ।
জাননা কি প্রাণনাথ শাস্ত্রের বচন
ধনে ধর্ম্ম ধর্ম্মে প্রভু বাঁধা অনুক্ষণ ॥
আজিকে বধিব আমি বিষ খাওয়াইয়ে ।
নির্ব্বিঘ্নে করহ ক্রীড়া আমারে লইয়ে ॥
দাসী হয়ে নিরন্তর সেবিব তোমায় ।
যাহা ইচ্ছা করিবে হে আপন ইচ্ছায় ॥
এত বলি বিনোদিনী নাগরে ধরিয়ে ।
শয্যোপরি ফেলিলেন বদন চুম্বিয়ে ॥
প্রাণেশের কর ধরি কহে রসবতি ।
কহ দেখি এবে কি করিবে প্রাণপতি ॥

বহু কষ্টে আজি নাথ পেয়েছি তোমারে।
বলে আলিঙ্গন দিব কে রাখিতে পারে ॥
হেন কালে শুন সবে আশ্চর্য্য কথন।
আজিজের কপে মতি কৈল আগমন ॥
গৃহ প্রান্ত ভাগে থাকি কহেন ডাকিয়ে।
কি কর ইসফ ধাত্রু মোর মাথা খেয়ে ॥
পুত্র নাহি বংশে তাই কিনিনু তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলে কি আমারে ॥
শুনিয়ে আজিজ বাক্য ইসফ সুন্দর।
লজ্জা পেয়ে যুবরাজ পলায় সত্বর ॥
আছিল কপাট বন্ধ সপ্তম বাসরে।
ইসফের প্রভাবেতে খুলে গেল দূরে ॥
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধায় জেলেখা নবীনে।
সপ্তম বাসর অন্তে ধরিল রমণে ॥
ইসফের কটিদেশে বস্ত্র বন্ধ ছিল।
তাহার পশ্চাৎ ভাগ জেলেখা ধরিল ॥
ত্রাসেতে ইসফ বীর বেগে পলাইতে।
রহিল বসন ছিঁড়ি জেলেখার হাতে ॥
রূপসী দেখিল প্রাণনাথ পলাইল।
অচেতন হয়ে বালা ভূতলে পড়িল ॥
ধূলায় ধূষর অঙ্গ হয়ে বিনোদিনী।
রহিল ধরায় পড়ি যেন পাগলিনী ॥

আজিজ মেশর এই সম্বাদ পাইয়ে।
জোলেখার নিকটেতে আইল ধাইয়ে॥
রহিলেন ধরাতলে পড়ি রাজবালা।
বারতা জিজ্ঞাসে শীঘ্র হইয়ে উতলা॥
উত্তর না দেয় বালা থাকে মৌন ভরে।
কামিনী মানিনী অতি বুঝিল অন্তরে॥

কাতর হইয়ে ধীর, কর ধরি প্রেয়সীর,
মৃদু স্বরে কহে তার প্রতি।
প্রেয়সি লো পায় ধরি, দীনে মান পরিহরি,
দুঃখ হরি তোষ প্রাণপতি॥
কি লাগিয়ে বরাননে, মজিয়াছ অভিমানে,
ত্যজিয়াছ অলঙ্কার বেশ।
কে কিছু করেছে নাকি, কি কারণে বিধুমুখি,
করিয়াছ পাগলিনী বেশ॥
শুন শুন ওহে প্রাণ, ত্যজি মানে রাখ মান,
কথা কহ সুধার সমান।
তোল তোল শশিমুখ, অন্তরে জন্মাক সুখ,
কেন কেন মলিন বয়ান॥
মানিনি লো মান পরিহর।
দহে মানে কলেবর, হৃদি হল জরজর,
কলেবর কাঁপে থর থর॥

ম্লান দেখি বিধুমুখ, অন্তরে অনন্ত দুখ,
প্রাণ বুঝি গেল গেল গেল।
কে করেছে অপমান, কি দুঃখে করেছ মান,
প্রেয়সি লো। বল বল বল ॥
প্রকাশিত কুমুদিনী, তব চাঁদমুখ খানি,
কি কারণে শুকাইয়ে গেছে।
সুখ মকরন্দ আশে, ভৃঙ্গগণ এসে এসে,
না পাইয়ে ফিরিয়ে যেতেছে ॥
মানে যদি বিধুমুখি, করিলে বিষম দুখী,
তব মানে সবে ব্যঙ্গ করে।
মানে মজেছে সুন্দরী, আর কারে ভয় করি,
এই দেখ কোকিল কুহরে ॥
তুচ্ছ লোকে মন্দ কয়, প্রাণে তা কেমনে সয়,
মনোদুখ দহিছে পরাণ।
প্রকাশি বিধুবয়ান, বাক্য সুধা করি দান,
কোকিলের কর অপমান ॥
দেখিয়ে তোমার মান, পাপিয়া করিছে গান,
চক্ষ গেল চক গেল করি।
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, আঁখিপদ্ম প্রকাশিয়ে,
দর্প তার হর লো সুন্দরি ॥

ইসক জেলেখার বিবাদে ছয় মাসের শিশু কর্ত্তৃক বিচার।

নাথেরে কাতর দেখি অজিজ অভিমান।
উঠিয়ে বসিল ধীরা প্রকাশি বয়ান॥
কাতরে নাথের কর করিয়ে ধারণ।
ধীরে ধীরে আজিজেরে করে নিবেদন॥
আমারে কিনিয়ে তুমি দিয়াছ যে জনে।
তার গুণ কথা কত কব একাননে॥
পুত্রসম স্নেহে আমি পালিলাম যায়।
সে জন ভুঞ্জিতে রতি মোর সনে চায়॥
দেখ দেখ মহাশয় তাহার কি কর্ম্ম।
বহু কষ্টে রাখিয়াছি পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
শুনিয়ে আজিজ অতি ক্রোধিত হইয়ে।
ইসকেরে নিকটেতে আনিল ডাকিয়ে॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর আরক্ত নয়ন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়ে তর্জ্জন॥
পুত্র নাই গৃহে মন সদা উচাটন।
তাই কিনিয়াছি তোরে দিয়ে বহু ধন॥
পুত্র সম যেবা তোরে করিল পালন।
ওরে দুষ্ট তারে চাহ দিতে আলিঙ্গন॥

নিমকহারাম বেটা কি কর্ম্ম করিলি।
কলঙ্কের ডালা মোর শিরে তুলে দিলি॥
শুনিয়ে ইসফ কহে যোড় করি হাত।
জিজ্ঞাস ঠাকুরাণী তুমি মম নাথ॥
এ কর্ম্মের ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি।
আমারে ধরিয়েছিল জেলেখা আপনি॥
জিজ্ঞাসহ তব ভ্রাতুষ্পুত্রে মহাশয়।
অবলীলাক্রমে সে কহিবে সমুদয়॥
শুনিয়ে আজিজ কহে এ কথা কেমন।
ছমাসের শিশু কোথা কয় রে বচন॥
ইসফ কহেন শুন ও গো মহাশয়।
অবশ্য কহিবে কথা ঈশ্বর কৃপায়॥
ইসফের বাণী শুনি আজিজ মেশর।
চলিল স্বগণ সহ বালক গোচর॥
হেন কালে শুন সবে আশ্চর্য্য কথন।
বুঝিতে প্রভুর মায়া পারে কোন জন॥
ইসফেরে বাঁচাইতে জগতজীবন।
করিলেন দেবী সরস্বতীরে প্রেরণ॥
দেবী আসি বালকের মস্তকে বসিল।
প্রভুর কৃপায় শিশু উঠি * দাঁড়াইল॥

---

* যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার মহিমা বলে কি না হইতে পারে! অতএব, পাঠকবর্গ এবিষয়ে কোন ক্রমেই সন্দেহ করিবেন না।

আজিজেরে প্রণমিল হয়ে নতানন।
কহে খুল্লতাত আগমন কি কারণ।
আজিজ কহেন বাপু শুন দিয়ে মন।
ইসফ জেলেখা করে কোন্দল দুজন॥
বিচার করিয়ে কর বিবাদ ভঞ্জন।
মধ্যস্থ তোমারে মানিয়াছে দুই জন॥
শুনি শিশু কহে শুন ইসফ সুজন।
আপনি বর্ণন কর অবস্থা আপন॥
শুনিয়ে শিশুর বাণী হরষিত মন।
পূর্ব্বাপর কহিল সকল বিবরণ॥
মৃদুস্বরে কহে শিশু আজিজের প্রতি।
বিচারে সম্পূর্ণ দোষী জেলেখা যুবতী॥
শুনি বালকের মুখে জেলেখা সুন্দরী।
লজ্জা পেয়ে রহিলেন নত মুখ করি॥
সখীসঙ্গে রাজবালা ভবনে চলিল।
আজিজের নিকটেতে ইসফ রহিল॥
ঘরে ঘরে পরস্পরে কাণাকাণি করে।
মজেছে জেলেখা প্রেমে দাসের উপরে॥
মুখে মুখে বুকে বুকে রহে অনুক্ষণ।
দাসের করেতে বালা সঁপেছে যৌবন॥
এইরূপে সকলেতে কহে পরস্পরে।
উঠিল কলঙ্ক ধ্বজা মিশর নগরে॥

ইসফের অদর্শনে জেলেখার খেদ।

ইসফ রহিল যদি আজিজ নিকটে।
এখানে জেলেখা কাঁদে পড়িয়ে সঙ্কটে ॥
যারে না হেরিলে হয় পলকে প্রলয়।
তার অদর্শনবাণ কেমনেতে সয় ॥
প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া অত্যন্ত কাতরা।
কেঁদে কেঁদে স্থির হল নয়নের তারা ॥
নিরাধারা নীরধারা বহে দুনয়নে।
অবলা সরলা জ্বালা কত সয় প্রাণে ॥
নাথের বিরহ বিষে পরাণ অস্থির।
ক্রমে ক্রমে কালী হল সোণার শরীর ॥
রূপসীর শিরোমণি জেলেখা নবীনা।
বিষম বিরহ তাপে হইল মলিনা ॥
নাহি রোচে অন্ন জল তিল নয় সুখী।
কেবল প্রিয়ের রূপ ভাবে বিধুমুখী ॥
বলে কেবা প্রাণেশেরে মিলাইয়ে দিবে।
মনের আগুন মোর কেবা নিবাইবে ॥
হায় আমি মাটি খেয়ে কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার দোষে প্রাণনাথে হারাইনু ॥

কোথা গেল প্রাণনাথ হৃদয়রঞ্জন ।
তারে না হেরিয়ে অতি কাতর নয়ন ॥
হায় রে দারুণ বিধি এ কেমন বিধি ।
কোন্ প্রাণে হরে নিলি মম প্রাণনিধি ॥
অবলা বালার প্রতি সকলে বিমুখ ।
কাহার নিকটে যাব নিবারিতে দুখ ॥
এত বলি প্রেমময়ী করেন রোদন ।
প্রাণেশের প্রেমার্ণবে হইয়ে মগন ॥
হেন কালে যুববর ইসফ সুজন ।
গৃহ হতে গৃহান্তরে করিছে গমন ॥
হেন কালে সহচরী করি আগমন ।
ইসফের করপদ্ম করিল ধারণ ॥
বলে শুন যুববর বচন আমার ।
জেলেখার নিকটেতে চল এক বার ॥
তোমা না হেরিয়ে সকাতরা সে রমণী ।
চল তারে দরশন দিতে গুণমণি ॥
সঙ্গিনীর বচন শুনিয়ে রসময় ।
সখী সহ জেলেখার ভবনে উদয় ॥
নিকটে পাইয়ে সতী প্রাণপ্রিয় পতি ।
সুখের সাগরনীরে ভাসিল যুবতী ॥
প্রাণেশের করপদ্ম করপদ্মে ধরে ।
সজল নয়নে রানা কহে মৃদু স্বরে ॥

তব প্রেমে মত্ত হয়ে ছিলনাক জ্ঞান।
তাই করিয়াছি প্রাণ তব অপমান॥
রাগ কর না হে আর অধিনীর প্রতি।
ধরি পায় রক্ষা মোরে কর প্রাণপতি॥

ইয়ুসফের প্রতি জেলেখার
বিনয়।

প্রাণনাথ কর ধরে, কহে রামা আর্ত্ত স্বরে,
এই কি হে হল অবশেষে।
নিরাশ করিলে হায়, না পূরিল মনোআশ,
কলঙ্ক রটিল দেশে দেশে॥
পরে ঘরে পরস্পরে, সবে কাণাকাণি করে,
কুল মান সব নষ্ট হল।
কি করিব প্রাণ ধন, প্রেমানলে দহে মন,
রমণীর আশা না পুরিল॥
তব প্রেম আশা করি, মা বাপেরে পরিহরি,
করি প্রাণ তব অন্বেষণ।
কত লোকে কত কয়, তাহে নাহি করি ভয়,
সে সকল অঙ্গের ভূষণ॥
অতএব গুণমণি, রাখ হে বান্দার বাণী,
একবার দেহ আলিঙ্গন।

নতুবা হে প্রাণকান্ত, কেমনে হইব শান্ত,
　　হল অন্ত বালার জীবন ॥
তোল তোল মুখশশী, কথা কহ হাসি হাসি,
　　শুনিয়ে যুড়াক প্রাণ মন।
হেরিলে তোমার মুখ, অন্তরে অনন্ত সুখ,
　　পাই নাথ তোল চন্দ্রানন ॥
করিয়াছি অপমান, তাহে কি করেছ মান,
　　কেন প্রাণ কথা নাহি কহ।
হয়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধরিয়ে সাধি,
　　নহে কটু কয়ে গালি দেহ ॥
শুন শুন প্রাণধন, নগর নাগরীগণ,
　　সবে মোরে বলে কলঙ্কিণী।
নির্ব্বোধ রমণীগণে, শাস্তি দিব এই ক্ষণে,
　　তোমারে দেখায়ে গুণমণি ॥
এত বলি সুকুমারী, ডাকি প্রিয় সহচরী,
　　কহিল করিতে নিমন্ত্রণ।
সঙ্গিনী অতি সত্বরে, সকলের ঘরে ঘরে,
　　নিমন্ত্রিয়ে আনিল তখন ॥
সপ্তম বাসর ঘরে, বসাইল সবাকারে,
　　পরে শুন অদ্ভুত কথন ॥

জেলেখা কর্ত্তৃক ইসফের রাজবেশ।

লয়ে সতি, প্রাণ পতি, প্রেমের আবেশে রে।
চমৎকার, অলঙ্কার, পরায় প্রমোদে রে ॥
মহারবেশে, রাজবেশে, দিল সাথে সাজিয়ে।
যেন মার, অবতার, পুনর্ব্বার আসিয়ে ॥
নিরমল, শতদল, জিনি তার বদন।
কুরঙ্গিণী, পরাজিনী, হেরি চারু নয়ন ॥
সুবলিত, ক্ষীণ কটি, কবি হারি হেরিয়ে।
গুণনিধি, নিরবধি, রহে মনে সুখিনে ॥
রূপসীর যুবতীর, গরব নাশিতে রে।
তাই বিধি, কেন নিধি, সৃজেছে ধরাতে রে ॥
প্রেমাবেশে, হেসে হেসে, এই বেশে এজনে।
আলিঙ্গন, প্রাণধন, দেহ ধরি চরণে ॥
পঞ্চশর, জর্জ্জর, পঞ্চশরে করিছে।
পিকবর, কুহুস্বর, যেন শর হানিছে ॥
আর প্রাণ, পাপ প্রাণ, রাখা নাহি যায় হে।
প্রেমানল, করি বল, দিগুণ জ্বালায় হে ॥
প্রেমদায়, প্রমদায়, যদি নাহি তার হে।
তবে আর, গুণাধার, বাঁচি কি প্রকার হে ॥

লেবুচ্ছেদ।

আপন পতির বেশ করিয়ে সুন্দরী।
আইল বাসরে যথা নগর নাগরী॥
সহচরী সহযোগে লেবু আনাইল।
কাটিবারে সকলের হস্তে সমর্পিল॥
নগর নাগরীগণ লেবু করে করি।
কাটিতে লাগিল সবে তীক্ষ্ণ ছুরি ধরি॥
হেন কালে রূপবতী জেলেখা যুবতী।
আপন আলয়ে এল যথা প্রাণপতি॥
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তাঁর হাতে।
সপ্তম বাসরে পাঠাইল প্রাণনাথে॥
সপ্তম বাসরে যবে গেল রূপময়।
হইল অমনি কোটি চন্দ্রের উদয়॥
ইসফের রূপ হেরি যত নারীগণ।
এক দৃষ্টে চেয়ে রহে চাতকী যেমন॥
বিঁধিল কামের শর সকলের বুকে।
আঁখি পালটিতে নারে বাক্য নাহি মুখে॥
ইয়ুসফের রূপে মুগ্ধ হয়ে সকলেতে।
হস্ত কাটি ফেলে সবে লেবুকে কাটিতে॥
শোণিতে হইল রাঙ্গা সবার বসন।
তথাপিহ এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ॥

হেনকালে আসি তথা জেলেখা কামিনী।
আঁখি ঠারি মৃদুভাষে কহে বিনোদিনী॥
একি দেখি নগরনিবাসী নারীগণ।
শোণিতে বসন রাঙ্গা কহ কি কারণ॥
ও মা কি লাজের কথা সরমেতে মরি।
কেমনে কাটিলে কর সতেক সুন্দরি॥
শুনি চমকিয়ে ওঠে যত নারীগণ।
হস্ত পানে চেয়ে বলে একি অলক্ষণ॥
অমনি কুমারী কয় শুন বলি সবে।
কোন্ মুখে নিন্দেছিলে আমার বল্লভে॥
ধরিতে নারিলে প্রাণ দেখিয়ে নাগরে।
আহা কি লাজের কথা কহিব বা কারে॥
রূপসী যুবতীগণ লজ্জা পেয়ে অতি।
মৃদুস্বরে কহে তবে জেলেখার প্রতি॥
ধন্য গো জেলেখা তুমি পুণ্য করেছিলে।
পাইয়াছ হেন পতি সেই পুণ্য ফলে॥
হেরিলে ও চন্দ্রমুখ কে এমন সতী।
পরাণ ধরিতে পারে না ভুঞ্জিলে রতি॥
এত বলি সকলেতে করিল গমন।
ইসফ নিকটে বালা রহে অনুক্ষণ॥

ইসফ কর্ত্তৃক জেলেখার প্রবোধ।

এক দিন ধনী নাগরে কহে।
দারুণ বিরহ প্রাণে না সহে॥
ক্ষম বঁধু আমার অপরাধ।
কর না কর না প্রেমে প্রমাদ॥
অনঙ্গে দহিছে এঅঙ্গ বঁধু।
কর হে সান্ত্বনা পিয়ায়ে মধু॥
আমি তব দাসী হে গুণমণি।
তোমা বিনে অন্যে নাহিক জানি॥
তুমি রতি মতি তুমি হে গতি।
তোমার শ্রীপদে সঁপেছি সতি॥
দেহ আলিঙ্গন আর না সহে।
তনু মোর ঘোর স্মরেতে দহে॥
শুনি কুমারীরে কহে কুমার।
ধর ধৈর্য্য রাখ কথা আমার॥
ত্যজহ অনিত্য প্রেম সুমুখি।
হও নিত্য প্রেমাশ্রয়েতে সুখী॥
এপ্রেমে সুন্দরি যন্ত্রণা সার।
সে প্রেমে পাইবে সুখ অপার॥

এ প্রেমে সকলে দুর্নাম গায়।
সে প্রেমে সহজে নির্ব্বাণ পায়॥
দেখ বিনোদিনি পাণ্ডু কুমার।
নিত্য প্রেমধনে করেন সার॥
তাই তাঁহাদের জগতে মানে।
তাই বলি ধৈর্য্য ধরহ প্রাণে॥

কোন শ্রেষ্ঠিতনয়া ইসফের রূপে বিমোহিত হইয়া নিত্য প্রেমধনে লাভ করিয়াছিল, ইহার উপাখ্যান।

সে নগর বাসী এক শ্রেষ্ঠির নন্দিনী।
রূপসীর শিরোমণি যেমন পদ্মিনী॥
সে রূপের তুলা নহে কোটি শশধর।
শশীতে কলঙ্ক আছে ব্যক্ত চরাচর॥
অকলঙ্ক নিরমল রূপসী যুবতী।
রূপ হেরি লাজে মরে রতি রতিপতি॥
ষোল ঊর্দ্ধ নহে তার বয়স নবীনা।
পীনোন্নত পয়োধরা কুরঙ্গনয়না॥
ইসফের রূপ হেরি মোহিত হইয়ে।
কুল লাজ পরিহরি আইল ধাইয়ে॥

যথায় ইসফ ধীর আজিজ ভবনে।
আসিয়ে কহেন তারে বিনয় বচনে ॥
নিরখি ও বিধুমুখ যেন সুধাকর।
সুধাপানে ধায় মম মানস চকর ॥
হেরিয়ে অধর তব হয়েছি অধর।
চুম্বন করিতে ইচ্ছা করে এ অধর ॥
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন।
ইচ্ছা করে সর্ব্বদা দেখিতে এ নয়ন ॥
তব নাসা গুণমণি যদি আমি পাই।
কৃষ্ণ হয়ে মধুস্বরে রমণী ভুলাই ॥
হেরি তব করপদ্ম ওহে গুণাকর।
রাখিতে হৃদয়োপরি ইচ্ছে পয়োধর ॥
সুকোমল নিরমল হেরি তব অঙ্গ।
মম অঙ্গ ইচ্ছে সদা তব অঙ্গ সঙ্গ ॥
শুনিয়ে ইসফ কহে শুনে মরি লাজে।
তোমারে এমন কথা কহিতে না সাজে ॥
পতি প্রতি রাখ মতি কর তাঁর সেবা।
ইহা বিনা রমণীর ধর্ম্ম আর কিবা ॥
এ প্রেমে মজলা ধনি যন্ত্রণা পাইবে।
সেই প্রেম সার কর সহজে তরিবে ॥
শ্রীরাধার মূলাধার জগতের সার।
ভব হয়ে যাও শীঘ্র প্রেমেতে তাঁহার ॥

কর নিত্য ধনে ধ্যান মিছা যায় কাল।
জান না কি শেষে আছে নিদারুণ কাল॥
শুনি ধনী পেয়ে জ্ঞান প্রেম আশা ছাড়ি।
নিত্য প্রেম অন্বেষণে চলে তাড়াতাড়ি॥
গিয়ে বনে নিত্যধনে আরাধনা করি।
দেহ পরিহরি গেল অমর নগরী॥

ইউসফের নিকটে জেলেখার মনোগত ভাব প্রকাশ।

এখানে জেলেখা সতী, লয়ে প্রাণপ্রিয় পতি,
মনোদুঃখে বঞ্চেন আবাসে।
কাকুতি মিনতি করে, নাথের চরণে ধরে,
কোন মতে লওয়াতে প্রাণেশে॥
মনোদুঃখে কহে ধনী, শুন কান্ত গুণমণি,
কেন বাম হও এ অধীনে।
ধরি পায় গুণাধার, আঁখি মেলি এক বার,
কথা কও ও চন্দ্রবদনে॥
জান না কি গুণমণি, পরমেশ চিন্তামণি,
লিখেছেন আমার কপালে।
তুমি মম রতি গতি, তুমি প্রাণপ্রিয় পতি,
অন্য পতি নাহি কোন কালে॥

আমি তব প্রেমাধিনী, শুন ওহে গুণমণি,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ মন।
তোমার প্রেমের দায়, বঞ্চিয়ে পিতা মাতায়,
মিশরে করেছি আগমন ॥
তোমা হেন গুণনিধি, যদি মিলাইল বিধি
তবে কেন কর অপমান।
তোমার বিরহানলে, সদা মোর অঙ্গ জ্বলে,
বুঝি আর না রহে পরাণ ॥
শুন শুন প্রিয়জন, নাহিক চিন্তু এখন,
এখন কি মনে দরশন।
তদবধি প্রাণপতি, কাঁদি কাঁদি দিবা রাতি,
শোকে শেষ হইল যৌবন ॥
যৌবনের আস্বাদন, না পেলাম প্রাণধন
ফুরাইল যৌবন রতন।
চিনির বলদ প্রায়, হইলাম নলরায়,
দুঃখে দেহ হয়েছে দহন ॥

আজিজ কর্ত্তৃক ইসফের
কারাবদ্ধ।

কান্ত করে ধরি ধনী এইরূপ কহে।
শুনিয়ে কুমার লাজে হেটমুখে রহে ॥

পুন কহে বিনোদিনী ধরিয়ে চরণ ।
একবার চাহ নাথ মেলিয়ে নয়ন ॥
তোমার আবেশানন্দে ওহে রসময় ।
হেন স্বর্ণ বর্ণ মম হল কালীময় ॥
বিধুমুখ তুলি কথা কহ এক বার ।
কি দশা হইল মম বিরহে তোমার ॥
এইরূপ কহে ধনী করিয়ে রোদন ।
ইউসফ নিদ্রিত আঁখি না তোলে বদন ॥
এইরূপ রাজবালা থাকি প্রেম সহ ।
অন্তরে করেন সহ্য দুঃসহ বিরহ ।
এক দিন মনে মনে ভাবে গুণবতী ।
কিরূপে করিব বশ ইউসফ সুমতি ॥
উপায় করেছি যত তুষিতে প্রাণেশে ।
তাহাতে বিফল হল অদৃষ্টের দোষে ॥
এবে এক উপায় হতেছে মম মনে ।
কারাগারে ইউসফেরে রাখিব বন্ধনে ॥
এই বই উপায় না দেখি আমি আর ।
বন্ধন যন্ত্রণা ভয়ে করিবে স্বীকার ॥
এত ভাবি মনে মনে জেলেখা তখন ।
আজিজেরে জানাইল সব বিবরণ ॥
শুন ওহে গুণমণি আজিজ ধীমান ।
ইউসফের লাগি হল এত অপমান ॥

ঘরে পরে সকলেতে কলঙ্ক রটায়।
ক্ষোভানলে দাহে তনু হায় হায় হায়।
তাই বলি সে কলঙ্ক ঘুচাবার তরে।
কারাগারে বন্ধ কর ইসফ সুন্দরে॥
জেলেখার বাণী শুনি আজিজ তখন।
কারাগারে ইসফেরে করিল প্রেরণ॥
বন্দিগণ সঙ্গে থাকি ইসফ সুন্দর।
ভজেন নামীর নাম করিয়া অন্তর॥

ইসফ অদর্শনে জেলেখার

খেদ।

এখানে জেলেখা, না দেখিয়ে সখা
জ্বলে প্রাণ প্রেমানলে।
কহেন সুন্দরী, ওগো সহচরি,
হেন বাদ কে সাধিলে॥
জীবনের ধন, ইসফ রতন,
এই যে গো সখি ছিল।
হায় হায় হায়, বুক ফেটে যায়,
বল বল কি হইল॥
সে জন অভাবে, জীবন না রবে,
তবে কি উপায় করি।

বিরহ জ্বালায়, এ দেহ জ্বালায়,
ও গো প্রাণ সহচরি ॥
হায় হায় হায়, সে প্রিয় কোথায়,
সে বিনে প্রাণ না রয়।
এস রে শমন, লও রে জীবন,
আর দুঃখ নাহি সয় ॥
কি ছার প্রাণ মোরে, হারায়ে তাহারে,
এখন আছয়ে বেঁচে।
ত্যজিয়ে এ দেহ, শীঘ্রগতি যাও,
যথা প্রিয়তম আছে ॥
বলিতে বলিতে, জেলেখার চিতে,
বিরহ অনল জ্বলে।
পড়ে মনোবন, হলো অচেতন,
সখী তুলি লয় কোলে ॥
কতক্ষণ পরে, উঠিয়ে সত্বরে,
হাহাকার করি কয়।
হাহা মরি মরি, ওগো সহচরি,
কোথা গেল রসময় ॥
রবি হেন কালে, অস্তাচলে চলে,
নিধন করিয়ে জ্যোতি।
রজনীরমণ, উঠিল তখন,
নলিনী দুঃখিতা অতি ॥

জেলেখার বিরহ বিভ্রম।

জেলেখা ভূমিতে পড়ি বিরহ বিভ্রমে
শশী দেখি শশিমুখী কহে সূর্য্য ভ্রমে॥
ওগো সখি চল চল ঘরের ভিতরে।
দিবাকর করে মম দেহ দগ্ধ করে॥
অবলা বালার বুঝি বধিতে জীবন।
এক কালে সমুদিত দ্বাদশ তপন॥
প্রখর রবির করে দহে গো শরীর।
আন সখি দ্রুতগতি সুশীতল নীর॥
সখী কয় একি কথা কহ গুণবতি।
রবি নয় ও যে দেখি রজনীর পতি॥
জেলেখা কহেন তবে দেহ কেন দহে।
সখী কয় ভ্রম তব হয়েছে বিরহে॥
জেলেখা বলেন তবে ওই কোন জন।
সখী কয় ও যে কুমুদিনী প্রিয়জন॥
প্রিয়জন শব্দে মনে পড়ে প্রিয়জন।
অধীরা হইল ধীরা প্রিয়ের কারণ॥
বলে আমি কি করেছি খেয়ে আপনারে।
কোন প্রাণে প্রিয়েরে রেখেছি কারাগারে॥
বলিতে বলিতে ধনী উঠিয়ে সত্বরে।
দ্রুতগতি চলিলেন প্রিয় দেখিবারে॥

কারাগার দ্বারে দাঁড়াইয়ে গুণবতী।
প্রিয়ের মুরতি হেরি আনন্দিত মতি॥
এক দৃষ্টে বিনোদিনী করে নিরীক্ষণ।
মৃত দেহে যেন পুন পাইল জীবন॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ধনী কহে দ্বারি প্রতি।
ওই দেখ কারাগারে মম প্রাণপতি॥
অতি যত্নে দ্বারি তুমি রাখিবে ইহারে।
বহু ধন দানে আমি তুষিব তোমারে॥
এত বলি বাঁধি ধনী পাষাণে হৃদয়।
তথা হতে আইলেন আপন আলয়॥
এইরূপে নিশাযোগে প্রতি দিন ধনী।
কারাগারে যায় হেরিবারে গুনমণি॥

সাকি বাকি নামক বন্দীর স্বপ্ন দর্শনে বাকির
প্রাণবিয়োগ ও সাকির আমাত্য পদে
নিযুক্ত হওন।

জেলেখার হস্ত হতে পেয়ে পরিত্রাণ।
কারাগারে আনন্দেতে রহে মতিমান॥
সেই কারাগারে সাকি বাকি দুই জন।
দুই ভায়ে আছে বন্দী দুষ্কর্ম্ম কারণ॥

পরস্পর তিন জনে হইল মিলন।
সেই রাত্রে রয় সবে করিয়ে শয়ন॥
হেন কালে দুই ভাই স্বপন দেখিয়ে।
হাহাকার করি ওঠে রোদন করিয়ে॥
ইমফের প্রতি তবে বলে দুই জন।
দেখিলাম আজি ভাই অতি কুস্বপন॥
হতেছে জীবন মন অত্যন্ত বিকল।
বল দেখি বিচারিয়ে স্বপনের ফল॥
ইমফ কহেন তবে শুন দিয়ে মন।
স্বপনের ফলাফল করিব বর্ণন॥
বাকি যে স্বপন তুমি করেছ দর্শন।
তাহাতে তোমার হবে সংশয় জীবন॥
বাড়িবে বাকির মান ভূপতির পাশে।
রজনী প্রভাতে বাকি যাবে স্ববাসে॥
এই রূপে কথাবার্ত্তা তিন জনে কয়।
হেন কালে শশধর অস্তাচলে যায়॥
রজনী প্রভাত কালে উদয় তপন।
প্রস্ফুটিত পঙ্কজিনী মেলিয়ে নয়ন॥
এমন সময়ে রয়হান নৃপবর।
সভায় দিলেন বার যেন পুরন্দর॥
ভৃত্যবর্গ চারি পার্শ্বে চামর ঢুলায়।
নকিব ফুকারে আর জেলাম জানায়॥

রত্নসিংহাসনে বসি মিশরাধিপতি।
তৎক্ষণাত্ দূতে ডাকি দেন অনুমতি॥
মম আজ্ঞা অনুসারে কারাগারে গিয়ে।
সাকি বাকি দুই জনে আনহ ধরিয়ে॥
পাইয়ে নৃপের আজ্ঞা দূত সেইক্ষণে।
অবিলম্বে আনে দোঁহে রাজ সন্নিধানে॥
বাকিরে হেরিয়ে রায় ক্রোধে হুতাশন।
অনুমতি দিল। তার বধিতে জীবন॥
নৃপ আজ্ঞা পেয়ে দূত লইয়ে তাহায়।
অস্ত্রাঘাতে শমনের সদনে পাঠায়॥
সাকির হেরিয়ে মুখ নৃপতি মোহিল।
প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করিল॥

মিশরাধিপতির স্বপ্নদর্শন ও ইস-
ফের প্রধান অমাত্য পদে
নিযুক্ত হওন।

এক দিন মহারাজ নিশীথ সময়ে।
আছিলেন নিদ্রা যুক্ত শয়ন আলয়ে॥
দেবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন।
অদ্ভুত স্বপন এক দেখেন রাজন॥

যেন সপ্ত হৃষ্টপুষ্ট সুরভী দেখিয়ে ;
অন্য সপ্ত ক্ষীণ গাভী আইল ধাইয়ে ॥
হৃষ্টপুষ্ট গাভীগণে করিয়ে ধারণ ;
ক্ষীণ গাভী তাহাদের করিল ভক্ষণ ॥
এরূপ স্বপন রায় করি নিরীক্ষণ ।
ত্রাসিত হইয়ে উঠে বসিল তখন ॥
সমুদিত দিনমণি হেরি নরপতি ।
সভায় দিলেন বার বিষাদিত মতি ॥
সভাসদগণ প্রতি কহেন রাজন ;
যামিনীতে দেখিয়াছি অদ্ভুত স্বপন ॥
বিবরিয়ে কহিলেন সব বিবরণ ;
শুনি সবিস্ময় অতি সভাসদগণ ॥
স্বপন বৃত্তান্ত নারি করিতে খণ্ডন ;
অমনি ইসফে তার হইল স্মরণ ॥
কর যোড়ে ভূপতিরে করে নিবেদন ।
ইসফ নামেতে এক নৃপতিনন্দন ॥
তব কারাগারে বদ্ধ আছে সে কুমার ।
বলিতে স্বপ্নের ফল ক্ষমতা তাহার ॥
তব কারাগারে ছিনু ভাই দুই জন ।
স্বপ্ন হেরি ইসফেরে জিজ্ঞাসি কারণ ॥
বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি বলেছেন যাহা ।
ঘটেছে নৃপতি আমাদের ভাগ্যে তাহা ॥

অতিশয় গুণবান সেই মহাজন।
শত শশিছটা জিনি রূপের কিরণ॥
নৃপতি কহেন তুমি যাহ সেই স্থানে।
সত্বরে তাঁহারে লয়ে আইস এখানে॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে প্রফুল্ল বদন।
ইসফের নিকটেতে করিল গমন॥
কর যোড় করি সাকি কহে ইসফেরে।
নৃপতি পাঠায়ে দিল তোমার গোচরে॥
নিশাযোগে স্বপন দেখিয়ে দণ্ডধর।
হয়েছেন অতিশয় দুঃখিত অন্তর॥
তোমারে লইতে পাঠাইল নরপতি।
চল তবে মহাশয় উঠি শীঘ্রগতি॥
শুনিয়ে সাকির বাণী ইসফ সুজন।
মহানন্দে তার সঙ্গ করিল গমন॥
রাজ ব্যবহারে নতি করি ভূপতিরে।
সভায় বসিল ধীর প্রফুল্ল অন্তরে॥
ইসফেরে নিরীক্ষণ করিয়ে রাজন।
আদরে কহেন তারে স্বপ্ন বিবরণ॥
স্বপন বৃত্তান্ত ধীর করিয়ে শ্রবণ।
মৃদুস্বরে ভূপতিরে করে নিবেদন॥
যে সপ্ত সুরভী নৃপ দেখেছ সুন্দর।
তার ফলে হবে শস্য সপ্তম বৎসর॥

অন্য সপ্ত গাভী যাহা করেছ দর্শন।
তার ফলে বহু প্রজা হইবে নিধন॥
বিধির নির্বন্ধ কেবা খণ্ডন করিবে।
সপ্তম বৎসর ঘোর অকাল হইবে॥
মরিবে অনেক লোক অন্নের অভাবে।
জল বিনা বহু লোক পরাণ ত্যজিবে॥
শুনিয়ে ভূপতি অতি সবিস্ময় মন।
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে হইবে কেমন॥
শুনিয়ে ইসফ কহে শুন নররায়।
অবশ্য বলিব আমি ইহার উপায়॥
শুন প্রভু মহারাজ মম অঙ্গীকার।
প্রথমে [illegible] এই সংসার॥
সাত সন নরপতি করহ যা কহিবে।
অধিক হইবে শস্য বহুতে জন্মিবে।
সেই সব শস্য রাখ করিয়া যতন।
তা হলে হইবে ঘোর অকাল মোচন॥
শুনি নরপতি অতি হরিষ অন্তরে।
পাঠাইল সমাচার দেশ দেশান্তরে॥
ইসফে চাহিয়ে পুনঃ কহেন রাজন।
কত ধীর তুমি কেবা কাহার নন্দন॥
ইসফ কহেন শুন ওগো নরপতি।
ইসফ আমার নাম কেনানে বসতি॥

এয়াকুব নামে ভূপ কেনানাধিপতি।
তাঁহার নন্দন আমি শুন মহামতি॥
মম ভ্রাতাগণ মম হইয়ে বিপক্ষ।
কূপে ফেলি বহুতর দিয়াছিল দুঃখ॥
মালেক নামেতে সাধু লইয়ে আমারে।
বিক্রয় করিতে আনে তোমার নগরে॥
আজিজ মিসর মোরে কিনিয়ে লইয়ে।
জেলেখার করে কারে দিল সমর্পিয়ে॥
জেলেখা রূপসী সেই আজিজ ললনা।
কারাগারে রাখে মোরে করিয়ে ছলনা॥
কি হেতু এতেক দুঃখ দিলেক আমারে।
যা হয় করুন রাজা আপন বিচারে॥
শুনি ইসফের বাণী ক্রোধে নরবর।
অনুমতি দিল দূতে আনিতে সত্বর॥
অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যত দূতগণ।
জেলেখা আজিজে আনে ধরি সেইক্ষণ॥
তবে ভূপ জেলেখার প্রতি দৃষ্টি করে।
কি জন্যে ইসফে দিয়াছিলে কারাগারে॥
শুনি ভূপতির বাণী জেলেখা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল লাজ ভয় পরিহরি॥
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
জনক আলয়ে আমি ছিলাম যখন॥

আমার বয়স যবে সপ্তম বৎসর ।
তখন স্বপনে হেরি ইসফ সুন্দর ॥
দেখা দিয়ে গুণমণি লুটিয়ে অন্তর ।
তদবধি করেছিল আমারে অন্তর ॥
আর এক দিন আমি পড়িয়ে ধরাতে ।
সেই রূপ রসকূপ ভাবিতেছি চিতে ॥
হেনকালে গুণমণি কহিল স্বপনে ।
পাইবে আমার দেখা আজিজ ভবনে ॥
আজিজেরে কর তুমি পতিত্বে বরণ ।
তা হইলে আমাদের হইবে মিলন ॥
বিশ্বাস করিয়ে আমি তাহার বচন ।
আজিজেরে করিলাম পতিত্বে বরণ ॥
এই রূপে কিছু কাল গত হয়ে যায় ।
অনুক্ষণ দাহে মন বিরহ জ্বালায় ॥
পরে আমি বহু ধন দিয়ে মহাশয় ।
মালুর নিকট হতে করিলাম ক্রয় ॥
এরূপেতে কিছু দিন গত হয়ে যায় ।
প্রাণ প্রিয় ইসফ আমারে নাহি চায় ॥
কত ছলা করিলাম ভুলাতে প্রাণেশে ।
কারাগারে বন্দী করিলাম অবশেষে ॥
জেলেখার বাণী শুনি সভাসদগণ ।
সবিস্ময় হয়ে চেয়ে থাকে সর্ব্বজন ॥

আজিজ লজ্জায় আর নাহি কহে কথা।
তাবে সভা মাঝে আজি কাটা গেল মাথা॥
জেলেখার বচন শুনিয়ে নররায়।
বিনয় করিয়ে তারে করিল বিদায়॥
ইসফে লইয়ে ভূপ পরম প্রমোদে।
অভিষিক্ত করিলেন অমাত্যের পদে॥
পাইয়ে মন্ত্রীত্ব তার ইসফ সুজন।
সুবিচারে পালন করেন প্রজাগণ॥
সপ্তম বৎসরে শস্য না হল উৎপন্ন।
ইসফ রাখিল কোষে করি পরিপূর্ণ॥
এই রূপে সপ্তম বৎসর গত হয়।
তদন্তরে হল ঘোর অকাল উদয়॥
দারুণ আকালে মিশরের প্রজাগণ।
অন্ন বিনে কষ্টে করে জীবন ধারণ॥
সপ্ত সন যে সকল শস্য হয়েছিল।
বিভাগ করিয়ে মন্ত্রী সবারে অর্পিল॥

ইসফের বিরহে জেলেখার সন্ন্যাসিনী
বেশে বনে গমন।

কত দিন পরে হবে আজিজ মেশর।
পরিহরি গেল স্বর্গ নগর॥

এখানে জেলেখা ধনী থাকিয়ে ভবনে।
ইসফের রূপ ভাবে শয়নে স্বপনে॥
আজিজের ছিল যত সোপার্জ্জিত ধন।
ইসফের ভাবে তাহা করে বিতরণ॥
গৃহ বাস পরিহরি হয়ে সন্ন্যাসিনী।
কাননে চলিল ধনী যেন পাগলিনী॥
বনে গিয়ে যোগাসন করিয়ে বসিল।
প্রাণেশেরে পাইবারে ধ্যান আরম্ভিল॥
রসবতী মুদিত করিয়ে দুনয়ন।
ভাবেন প্রিয়ের রূপ হয়ে এক মন॥
হেন কালে উদয় হইল সুধাকর।
প্রণয়িনী নিশা সহ প্রসারিয়ে কর॥
সেই সুধাকর করে জেলেখা নবীনা।
পড়িয় বিরহানলে হল জ্ঞান হীনা॥
ধরায় পড়িয়ে বালা করেন রোদন।
নদীর সমান হল যুগল নয়ন॥
চেতন পাইয়ে ধনী উঠিয়ে সত্বরে।
বিরহ বিভ্রমে ভ্রমে কানন ভিতরে॥
এক বৃক্ষে লাগিয়াছে সুধাকর কর।
হেরি চমকিয়ে উঠে বালার অন্তর॥
বলে বিধি মম প্রতি হয়ে অনুকূল।
দুঃসহ বিরহার্ণবে বঝি দিল কূল॥

হেমন্ত-লেখা ।

যদি মম উদ্দেশ পাইয়ে প্রাণধন ।
আসিয়াছে বনে বুঝি যুড়াতে জীবন ॥
এত বলি বিনোদিনী মন্থর গমনে ।
উপনীত হইলেন বৃক্ষ সন্নিধানে ॥
তথায় না হেরে ধনী প্রিয়েরে না পায় ।
বিরহ অনলে জ্বলি করে হায় হায় ॥
হেন কালে জলধর শশী আচ্ছাদিল ।
ষোড়শী যুবতী অতি কাতর হইল ॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল আবার ।
কোথা গেল সুধাকর বঁধুর আকার ॥
হারে নিদারুণ বিধি কি দোষ পাইয়ে ।
আমার প্রাণের নিধি লইলি হরিয়ে ॥
এইরূপে বিনোদিনী গহন কাননে ।
ভ্রমণ করেন প্রাণপ্রিয় অন্বেষণে ॥
লাবণ্য বিবর্ণ হল শুখাইল মুখ ।
অবলা বালার প্রতি বিধাতা বিমুখ ॥
চলিতে অশক্ত হল না চলে চরণ ।
সাধের যৌবন ধন হইল পতন ॥
দিন দিন ক্ষীণ কায় ভাবি নিশিদিন ।
শুকাইল বিধুমুখ হইল মলিন ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি করে কেমনে ভোজন ।
সর্ব্বদা মানতে জপে হেমন্ত রতন ॥

কোন কালে কেন প্রেম কে শোনে কোথায়।
রমণী প্রাণেতে মরে পুরুষ না চায়॥
সমাধি করিয়ে ধনী বসিল তথায়।
যোগী যেন যোগে বসি ব্রহ্মপদ চায়॥

জেলেখার অবস্থা বর্ণন।

এইরূপে বিনোদিনী, যেন মণিহারা ফণী,
প্রিয় ধ্যানে থাকেন কাননে।
বিরস মুখ মণ্ডল, কলেবরে নাহি বল,
বহে জল কমল নয়নে॥
প্রিয় শোকে উন্মাদিনী, অজ্ঞান হইল ধনী,
ঢলে পড়ে অমনি ধরায়।
নিদ্রিত হইলে সতী, সঙ্গে দেখি প্রাণপতি,
পুলকে পূরিল সর্ব্বকায়॥
যেন স্বীয় প্রিয় সঙ্গে, মজিয়ে রসতরঙ্গে,
প্রেমাবেশে করিছে বিহার।
আহা মরি নিদারুণ, বিধির কি কব গুণ,
আগুন জ্বালিল পুনর্ব্বার॥
সঙ্গী হল রতিরঙ্গ, অকস্মাত নিদ্রা ভঙ্গ,
উঠিয়ে বসিল চমকিয়ে।

নিকটেতে বিনোদিনী, না হেরিয়ে গুণমণি,
শোকে পুন পড়িল ঢলিয়ে ॥
কত ক্ষণে জ্ঞান পেয়ে, ওঠে রোদন করিয়ে,
আলু থালু হইয়ে সুন্দরী।
ইসফ রতন বিনে, জ্বলে প্রাণ প্রেমাগুনে,
কি দশা হইল আহা মরি ॥
দারুণ প্রেমের দায়, অবলার প্রাণ যায়,
এ প্রেমের মুখেতে আগুন।
আহা আহা মরি মরি, যাহারে প্রাণেতে মারি,
বাড়িবে কি পিরীতের গুণ ॥
শাখী পাখী অগণন, সকলে করে রোদন,
জেলেখার দুঃখ নিরাশয়ে।
পথের পথিক যারা, রোদন করিছে তারা,
চলে যায় ইসফে নিন্দিয়ে ॥

অতঃপর ইসফ জেলেখার সাক্ষাৎ ও জেলেখার
পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্তি।

এখানেতে রাজপুরে ইসফ সুজন।
মহানন্দে অন্যমনেতে পালে প্রজাগণ ॥
এইরূপে গত হয় কতেক অয়ন।
একদা চলিল ধীর গহন কানন ॥

চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে বর্ণিতে বিস্তর ।
মৃগ অন্বেষণে যান ইসফ সুন্দর ॥
সমাধি করিয়ে যথা জেলেখা নবীনা ।
তথা উপনীত হল ইসফের সেনা ॥
সেই বন আবরিয়ে সকলে রহিল ।
কেহ গিয়ে জেলেখারে সমাচার দিল ॥
ওগো সতি প্রেমময়ি কি কর বসিয়ে ।
দেখ দেখ একবার বদন তুলিয়ে ॥
যার প্রেম আশে তব এতেক দুর্গতি ।
যার প্রেম আশে হলে কাঙ্গাল বসতি ॥
যার প্রেম আশে ত্যজিয়াছ মা বাপেরে ।
যার প্রেম আশা করি এসেছ মিসরে ॥
যার আশে খোয়াইলে অমূল্য যৌবন ।
এই দেখ সেই তব ইসফ রতন ॥
ইসফের নাম সেই কর্ণে প্রবেশিল ।
অমনি জেলেখা সতী নয়ন মেলিল ॥
আঁখি প্রকাশিয়ে হেরি প্রাণপ্রিয় পতি ।
সুখের সরসি নীরে ভাসিল যুবতী ॥
ছুটিয়া নাথের কাছে করি আগমন ।
বিনয়ে কহেন বালা ধরি শ্রীচরণ ॥
তব দেখা বনে পাব না জানি স্বপনে ।
বিধি মিলাইয়ে দিল তোমা হেন ধনে ॥

ইসফ-জেলেখা।

হায় বল প্রাণনাথ আছ হে কেমন।
তব প্রেমাবেশানলে জ্বলি অনুক্ষণ॥
এই দেখ গুণমণি তোমার বিহনে।
তব রূপ ধ্যান করি বসিয়ে কাননে॥
তোমার কারণে নাথ দুর্গতি আমার।
সাধের যৌবন ধন হলো ছার খার॥
তবু কি হে তব মনে দয়া না জন্মিল।
কত কাল এরূপে রহিব আর বল॥
অশ্ব পৃষ্ঠে ছিল ধীর হেরি জেলেখারে।
প্রোচন করিল উচ্চ মারিতে তাহারে॥
হেরি দীর্ঘ শ্বাস ধনী পরিত্যাগ করে।
সে অনলে তাহা ভস্ম হইল সত্বরে॥
অগ্নির উত্তাপ লাগে ইসফের করে।
ব্যস্ত হয়ে প্রোচন ফেলিল ভূমি পরে॥
দেখিয়ে জেলেখা কহে একি অঘটন।
সহিতে নারিলে এ সামান্য হুতাশন॥
তব প্রেমানল নাথ হয়ে প্রজ্বলিত।
দিবানিশি দহে তনু না করে কিঞ্চিত॥
নিরন্তর দহে প্রাণ তব প্রেমানলে।
নিভান না যায় তাহা এ সামান্য জলে॥
যদ্যপি মিলন বারি সিক্ত রসময়।
তবে তো হে প্রাণ প্রাণ এ দেহেতে রয়॥

হেন কালে দৈববাণী হল আচম্বিতে।
ইসফ ব্যতীত কেহ না পায় শুনিতে॥
শুন রে ইসফ ধীর ধর রে বচন।
জেলেখারে সমাদরে করহ গ্রহণ॥
প্রভুর পরম ভক্ত তোমরা দুজন।
আনিয়াছ প্রকাশিতে প্রণয় রতন॥
শুনিয়ে ইসফ কহে যোড় করি হাত।
এ নিদেশ দিলেন প্রভু জগন্নাথ॥
আমার নবীন বয়ঃ জেলেখা প্রবীণা।
কেমনে বিবাহ হবে বুঝিতে পারি না॥
শুনি ইসফের বাণী প্রভু নিরঞ্জন।
জেলেখার প্রতি করে কটাক্ষ বীক্ষণ॥
প্রভুর কৃপায় পুন পাইল যৌবন।
হেরি হরষিত অতি ইসফের মন॥

জেলেখার রূপ দর্শনে ইসফের অত্যন্ত প্রেমাসক্তি।

হেরি জেলেখার রূপ, ইসফ রসের কূপ,
বলে আমি কি কর্ম্ম করেছি;
আহা মরি হায় হায়, নলিনী ত্যজি হেলায়,
কেনা ফুলে অনায়াসে মজেছি॥

সুকুমারী রাজবালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
মম প্রেম হেতু এত দুখ।
কি কঠিন মম প্রাণ, নাহি হয় অবসান,
ফাটে বুক হেরি চাঁদ মুখ।
বিষম পিরীতি ডোরে, কঙ্কাল করি বালারে,
করিয়াছি কতেক লাঞ্ছনা।
হায় হায় হরি হরি, তাও বালা সহ্য করি,
মম প্রেম করিত বাসনা।
মম প্রেম আশা করি, মা বাপেরে পরিহরি,
আসিয়াছে মিশর নগরে।
আমার প্রেমের হেতু, বাঁধিয়ে ধর্ম্মের সেতু,
বরিয়াছে আজিজ মেশরে॥
আহা আহা মরি মরি, হেন নারী পরিহরি,
ভুলেছিনু কি রস পাইয়ে।
ধিক্ ধিক্ বিধাতায়, কি আর কহিব তায়,
হেন ধনে না দিল মিলিয়ে॥

ইসফের খেদ।

এত বলি রসরায়, প্রেমরসে গলে যায়,
মুগ্ধ হয়ে ধরিবারে চাহে প্রিয়া করেতে।

জেলেখা না দেয় ধরা, ইসক পড়েন ধরা,
　মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সির প্রেম পারাবারেতে ॥
বিঁধিল কামের বাণ, আর নাহি পরিত্রাণ,
　পেয়ে জ্ঞান যুবরাজ বসিলেন ভূমেতে।
পরে সতী গুণবতী, বসে রাখি প্রাণপতি,
　উপনীত নিজালয়ে নাথে বাঁধি প্রেমেতে ॥
প্রেম আশা গেল দূরে, ইসকে না চায় ফিরে,
　নাহি ধরে ইসকের রূপ তার মনেতে।
এখানেতে যুববর, রসময় গুণাধার,
　না হেরিয়ে প্রেয়সীরে কাঁদে পড়ি বনেতে ॥
বলে আহা আহা প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ,
　কেন হলে অদর্শন ভাবিয়ে কি মনেতে।
মোরে যত সেধেছিলে, বুঝি তার সোধ দিলে,
　নতুবা যাবে হে কেন ব্যথা দিয়ে প্রাণেতে ॥
আহা মরি হায় হায়, আর কি পাইব তায়,
　ধিক্ রে পামর মন ধিক্ তব বুকেতে।
ধিক ধিক রে নয়ন, না হেরিলে সে বদন,
　তবে তোরে কি কারণে রাখি দেহ মধ্যেতে ॥
ধিক্ ধিক্ ওরে কর, না ধরিলে তার কর,
　এখন কি হবে বল বিলাপ করিলে রে।
এই রূপে রসরায়, যেন পাগলের প্রায়,
　কত মত খেদ করে পড়ি ধরাতলে রে ॥

ইউসফের বিরহ বর্ণন।

এ রূপে ইউসফ ধীর প্রিয়ার বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ দুঃখে দেহ দহে॥
বলে কোথা গেলে প্রাণ দেহ দরশন।
আর না সহিতে পারি বিরহ বেদন॥
বুঝি পূর্ব্ব অপমান পড়িয়াছে মনে।
তাই হে আমারে ত্যজি গেলে নিকেতনে॥
করিয়াছি অপমান তাই বুঝি প্রাণ।
সেই ক্রোধে মম প্রতি করিয়াছ মান॥
এস প্রাণ সোহাগিনি মুখে নীর দেহ।
বাক্যামৃত বরিষণে জুড়াও এ দেহ॥
হায় হায় প্রাণ যায় তোমার বিরহে।
জর জর হল তনু যাতনা না সহে॥
বলিতে বলিতে ধীর উঠিয়ে তখন।
উন্মত্তের ন্যায় করে অরণ্যে ভ্রমণ॥
বৃক্ষগণে হেরি বলে ইউসফ সুজন।
দেখেছ কি এই পথে মম প্রাণ ধন॥
দেখে থাক বলে দেহ করি হে মিনতি।
দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ বিনে সে যুবতী॥
ওহে বনচরগণ করি কৃপা দান।
এ দীনেরে বলি দেহ প্রিয়ার সন্ধান॥

আহা প্রাণ বিধুমুখি গেলে হে কোথায়।
তব অদর্শন বাণে মরি প্রাণ যায়॥
রসিক রাজন বীর গুণের সাগর।
প্রেয়সীর বিরহেতে বিষম কাতর॥
হেরি কুমারের ভাব অনুচরগণ।
গৃহে লয়ে যায় সবে করিয়ে ধারণ॥
গৃহে আসি মনোদুঃখে নবীন রাজন।
প্রেয়সীর রূপ ভাবি করেন রোদন॥
উন্মত্তের ন্যায় হল ভাবিয়ে ভাবিয়ে।
সদা দহে প্রাণ মন প্রেয়সী লাগিয়ে॥
বসন ভূষণ সব পরিত্যাগ করে।
উন্মত্তের ন্যায় চলে প্রিয়ার গোচরে॥
যাইয়ে রসিকরাজ প্রমদার দ্বারে।
প্রেয়সি প্রেয়সি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়ে নাথের ধ্বনি শিহরিয়ে ধনী।
ভাবে ওই এসেছেন মোর গুণমণি॥
ডাকি নিজ সহচরী কহে রসবতী।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে মম প্রাণপতি॥
যাও সখি এই কথা বল গিয়ে তাঁরে।
মম আশা ত্যজি যাইবারে স্থানান্তরে॥
পাইয়ে বালার আজ্ঞা সহচরী যায়।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে যথা আছে রসরায়॥

গিয়ে সখী যুবরাজে বিরলে লইয়ে।
জেলেখার যত কথা কহে বুঝাইয়ে॥
যুবরাজ সে যুবতী না দেয় তোমারে।
অনুমতি দে ধনীর দ্বার ত্যজিবারে।
তব প্রেম আশা ত্যাগ করিয়ে সুন্দরী।
নিত্য প্রেম ধ্যানে আছে দিবা বিভাবরী॥
একপ বচন শুনি সহচরী মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন কুমারের বুকে॥
নিরাশ হইয়ে বীর সেথা হতে যায়।
ক্রমে ক্রমে উপনীত বনে রমরায়॥
যখন প্রেমিকবর অরণ্যে পশিল।
বিরহ অনলজ্বালা প্রবল হইল॥
বিষম জ্বালায় ধীর হইল অস্থির।
ঝর ঝর দুনয়নে ঝরে শোক নীর॥
রয়হান নৃপ এই সমাচার পেয়ে।
ইসকের নিকটেতে আইলেন ধেয়ে॥
ক্রোড়ে করি ইসকের চুম্বিয়ে বদন।
কহে কেন বাপু তুমি হইলে এমন॥
দারুণ আবেশানলে জ্বালাইয়ে দেহ।
মিছামিছি জীবনেরে কেন কষ্ট দেহ॥
নৃপতির বাণী শুনি কহেন কুমার।
বিনোদিনী বিনা মোর সকলি অসার॥

আর প্রাণে কাজ নাই ও গো দণ্ডধারি।
বিষ এনে দাও তাই পান করে মরি॥
হায় আমি মাটি খেয়ে কি কর্ম্ম করেছি।
আপনার দোষে আমি তারে হারায়েছি॥
ওগো নরপতি তুমি যাহ নিজাগারে।
পরাণ ত্যজিব আমি ভাবিয়ে তাহারে॥
কোথায় সে প্রিয়তমা জেলেখা সুন্দরী।
আর তার বিরহে কেমনে প্রাণ ধরি॥
রূপে রমণীয় অতি সে প্রাণপ্রণয়িনী।
সে রূপের তুল্য নহে শত শত শশী॥

ইসফ কর্ত্তৃক জেলেখার
রূপবর্ণন।

যখন বিনোদ বেণী দিনায় কামিনী।
হেলে দোলে যেন্দ যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥
কে বলে উত্তম পঞ্চশর শরাসন।
জেলেখার ভুরুধনু সব বিনোহন॥
কে বলে সুদৃশ্য অতি নর্ত্তক খঞ্জন।
দেখুক আসিয়ে সেই নয়ন রঞ্জন॥
খগ ওষ্ঠ জিনি নাসা তাহাতে বেশর।
মলয়া সমীরে দোলে অতি মনোহর॥

বদন সরসীদল কি দিব উপমা।
কোটি চন্দ্র নহে সে বালার মুখসমা॥
তরুণ অরুণ জিনি অধরের শোভা।
বিদ্যুৎ সমান হাসি মন মনোলোভা॥
কনক কলিকা সম পয়োধর তার।
তদুপরি হারাবলি অতি চমৎকার॥
জেলেখার ভুজ দেখি বিধাতা অজিতে।
পদ্মনালে ডুবাইয়ে রাখিলেক নীরে॥
সে ধনীর কোটি হেরি লাজে পশুরাজ।
বিজন বিপিনে থাকে মনে পেয়ে লাজ॥
রূপসীর শিরোমণি সে প্রাণের ধন।
তারে না পাইলে মম নিশ্চয় মরণ॥

রয়হান নৃপতি কর্ত্তৃক জেলেখার নিকটে দূতী প্রেরণ।

শুনি ইঁসফের বাণী, মনোদুঃখে নৃপমণি,
ইঁসফের করপদ্ম করিয়ে ধারণ।
বলে ওহে যুবরাজ, ত্যজি পাগলের সাজ,
ধৈর্য্য ধরি নিজ মনে চলহ ভবন॥
কেন হে আহার ত্যজে, কাল কাট সকাতরে,
সে ধনীর সহ তব করাব মিলন।

আমার প্রতিজ্ঞা দড়, জেন ওহে সুন্দর,
দূতী দ্বারা সে ধনীর লয়াইব মন ॥
ভূপের আশ্বাস পেয়ে, ইউসফ প্রফুল্ল হয়ে
ভূপ সহ নিজালয়ে করিল গমন ।
গৃহে আসি নৃপমণি, ডাকি এক ঘটকিনী,
জেলেখার নিকটেতে করিল প্রেরণ ॥
দূতী আসি শীঘ্র গতি, কহে জেলেখার প্রতি,
সুমধুরে সবিনয়ে করি যোড় কর ।
মম বাণী শুন ধনি, তোমার যে গুণমণি,
তব লাগি হইয়াছে অত্যন্ত কাতর ॥
ত্যজ্য করি অভিমান, প্রাণেশ্বর রাখ প্রাণ,
চল চল বিনোদিনি প্রিয়ের সদন ।
তোমার প্রেমের দায়, কাতর সে গুণময়,
প্রেমসুধা দানে সুস্থ কর তার মন ॥
শুনিয়ে দূতীর বাণী, স্বীকার পাইয়ে ধনী,
রাজপুরে যায় যথা ইউসফ সুজন ।
হেরিয়ে প্রিয়ার রূপ, ইউসফ রসের কূপ
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগন ॥

ইয়ুফ জেলেখার বিবাহ ও ইয়ুফের মিশর দেশে সিংহাসন প্রাপ্তি।

পরে নরপতি লয়ে সভাসদ গণ।
বিবাহের দিন করিলেন নিরূপণ ॥
শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে বিবাহ হইল।
যতেক প্রমদাগণ প্রমোদে মাতিল ॥
হাসি হাসি আসি যত কুলকন্যাগণ।
সাজায় বালায় সবে করিয়ে যতন ॥
কহে কোন সুধামুখী ও গো রসবতি।
এত দিনে পেলে তুমি তব প্রাণপতি ॥
যাহার আবেশানলে জ্বলিতে সর্ব্বদা।
আজি সে জনেরে তুমি পাইলে প্রমদা ॥
এত বলি কুমারীরে করিয়ে ধারণ।
বাসরে প্রবেশ করে কুলকন্যাগণ ॥
কুমারেরে সমর্পণ করিয়ে কুমারী।
স্বস্থানে প্রস্থান করে যত কুলনারী ॥
প্রাণপ্রিয় পেয়ে প্রাণপ্রিয়া অঙ্গ সঙ্গ।
সুখের পয়ধিনীরে ডুবাইল অঙ্গ ॥
বিচ্ছেদ অনল ছিল হইয়ে প্রবল।
মিলন সলিলে তাহা করিল শীতল ॥

এই রূপে কিছুকাল কুমার কুমারী।
করিল যে রঙ্গরস বর্ণিবারে নারি॥
কিছু দিন পরে তবে মিশরাধিপতি।
ইউসফেরে নিজ রাজ্যে করিল ভূপতি॥
আজিজ মেশর নাম দিয়ে ইউসফেরে।
ঘোষণা করিয়ে দিল দেশ দেশান্তরে॥
মিশর নগরে বীর পেয়ে সিংহাসন।
প্রেমানন্দে অকালেতে পালে প্রজাগণ॥
আপনি হইয়ে মন্ত্রী মিশরাধিপতি।
মন্ত্রণায় রাজ্য রক্ষা করে নরপতি॥

এয়াকুবের দশ পুত্রের মিশর নগরে শস্য ক্রয় করিতে গমন, এবং পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া এয়ামিনকে লইয়া যাওয়াতে ইউসফের সহিত পরিচয়।

এখানে কেনানে এয়াকুব নরপতি।
ইউসফ বিরহে ভূপ বিষাদিত মতি॥
পুত্রের বিরহ বিষে পরাণ অস্থির।
কেঁদে কেঁদে আঁখি তারা হইয়াছে স্থির॥
বিশেষত ঘোরতর অকাল উদয়।
অন্ন বিনে প্রজা দুঃখ পায় অতিশয়॥

ভূপতির দশ পুত্র মন্ত্রণা করিয়ে।
ভূপতিরে নিবেদিল সকলে আসিয়ে॥
শুনিলাম মহারাজ আজিজ মেশর।
অতি গুণবান সেই মিশর ঈশ্বর॥
অকালের পূর্ব্বে সেই মন্ত্রণা করিয়ে।
রাখিয়াছে বহু শস্য ভাণ্ডারে পূরিয়ে॥
এখন সে সব শস্য করিছে বিক্রয়।
মিশরেতে যাই যদি তব আজ্ঞা হয়॥
অন্ন বিনা বহু প্রজা হইল নিধন।
শস্য আনি রক্ষা করি সবার জীবন॥
শুনিয়ে পুত্রের বাণী নৃপতি সত্বরে।
অনুমতি দিলা সবে যাইতে মিশরে॥
পাইয়ে পিতার আজ্ঞা ভ্রাতা দশ জন।
বহু ধন লয়ে করে মিশরে গমন॥
কত দিনে মিশর নগরে উত্তরিল।
ভূপতির সহ গিয়া সাক্ষাত করিল॥
রাজ ব্যবহারে নতি ভূপতিরে করি।
কর যোড়ে সকলে দাঁড়ায় সারি সারি॥
ইমফ দেখিবা মাত্র সবারে চিনিল।
তথাপি ছলনা করি কহিতে লাগিল॥
কে তোমরা দশ জন আইলে এথায়।
স্বরূপ বচন সবে কহিবে আমায়॥

শুনিয়ে সকলে কর যোড় করি কয় ।
আমাদের পরিচয় শুন দণ্ডধর ॥
কেনান নগর পতি একুব রাজন ।
আমরা এ দশ ভ্রাতা তাঁহার নন্দন ॥
দারুণ অকালে মরে যত প্রজাগণ ।
শস্য হেতু তব পাশে আসি এ কারণ ॥
শুনি বাণী ইসফ কহেন পুনর্ব্বার ।
সত্য করি আমারে বলহ সমাচার ॥
একুব ভূপের জন্মে কতেক নন্দন ।
প্রকাশ করিয়ে কহ শুনি বিবরণ ॥
শুনি ইসফের বাণী কহে দশ জন ।
একুব ভূপের জন্মে দ্বাদশ নন্দন ॥
অরণ্যে ব্যাঘ্রেতে খায় তার এক জনে ।
সর্ব্বদা কাতর ভূপ তাহার কারণে ॥
ইসফ তাহার নাম বড় গুণবান ।
রবি শশি জিনি রূপ অতি অনুপাম ॥
এমানি নামেতে ভ্রাতা কনিষ্ঠ সবার ।
কাঁচা স্বর্ণ জিনি বর্ণ অতি চমৎকার ।
সর্ব্বদা নিকটে তারে রাখে নরপতি ।
কোথায় যাইতে নাহি দেয় মহামতি ॥
ইসফ কহেন শুন আমার বচন ।
কেমন এমানি আমি করিব দর্শন ॥

যাও সবে শস্য লয়ে আপন আলয়ে ।
শস্য প্রাপ্তি এমানিরে আনিবে লইয়ে ॥
অতএব শীঘ্র যাও কেনান নগরে ।
পাইবে বিস্তর শস্য আনিলে তাহারে ॥
শুনি ভ্রাতাগণ কয় তাহা নাহি পারি ।
এক দণ্ড তাহারে না ছাড়ে দণ্ডধারী ॥
ইসফ কহেন তবে ত্যজি শস্য আশ ।
এখনি চলিয়ে যাহ আপন আবাস ॥
ইসফের বাণী শুনি একুব নন্দন ।
ভয় পেয়ে স্বীকার করিল সর্ব্বজন ॥
তদন্তর কিছু শস্য সকলে লইয়ে ।
বিদায় হইয়ে চলে আপন আলয়ে ॥
দ্রুতগতি আসি সবে পিতার গোচরে ।
ভূপতির সমাচার কহে সমাদরে ॥
বহু গুণাকর নৃপ আজিজ মেশের ।
এই দেখ শস্য দিয়াছেন বহুতর ॥
এমানির নাম ভূপ করিয়ে শ্রবণ ।
তাহারে দেখিতে বাঞ্ছা করেন রাজন ॥
লয়ে যেতে এমানিরে মিশর নগরে ।
অনুমতি দিয়াছেন আমা সবাকারে ॥
যদি এই অনুমতি দেহ নৃপমণি ।
বহু শস্য লাভ হয় যাইলে এমানি ॥

পুত্রের বচন ভূপ করিয়ে শ্রবণ ।
মনোদুঃখে সকলেরে কহেন তখন ।
একবার মোরে গেলে ইসফের সনে ।
নাহি জানি কি করিলে সে প্রাণ রতনে
তাহার বিরহ বিষে জ্বলিছে এ দেহ ।
হেন বাণী পুত্রগণ আর না বলিহ ॥
হেন কালে দৈব বাণী হইল তখন ।
পাঠাও কনিষ্ঠ সুতে কেনান রাজন
তথায় আছেন তব ইসফ কুমার ।
দুঃখ অন্ত হবে দুঃখ না ভাবিও আর ॥
দৈব বাণী শুনি ভূপ আনন্দিত মন ।
এমানিরে করে করে করিল অর্পণ ॥
এমানিরে পেয়ে তবে ভ্রাতা দশ জন
অবিলম্বে করিলেন মিশরে গমন ॥
ভূপতির সহ গিয়ে সাক্ষাত করিল ।
এমানিরে হেরি ভূপ প্রফুল্ল হইল ॥
এমানিরে নিকটেতে বসালে ভূপতি ।
মৃদু স্বরে কহে স্বীয় ভ্রাতাগণ প্রতি ॥
যত ইচ্ছা শস্য লয়ে যাও দশ জন ।
এমানিরে রাখি যাও আমার ভবন ॥
ভূপতির বাণী শুনি কহে ভ্রাতাগণ ।
কেমনে এমন বাণী কহিলে রাজন ॥

যার পিতা পলকে হারায় যেই জনে।
তাহার বিহনে প্রাণ ধরিবে কেমনে॥
তাহাদের কথা বীর না শুনি শ্রবণে।
এমানিরে রাজবেশ পরায় যতনে॥
অপরূপ রাজবেশ পরায়ে তৎক্ষণে।
নিজ পার্শ্বে বসাইল রত্ন সিংহাসনে॥
নিরখিয়ে দশ ভাই কাণাকাণি করে।
বুঝি সে ইসফ এই মিশর নগরে॥
নহে এত স্নেহ কেন এমানির প্রতি।
অবশ্য ইসফ এই মিশরাধিপতি॥
এই রূপে কাণাকাণি সকলেতে করে।
বুঝিয়ে ইসফ বীর কহে মৃদুস্বরে॥
অরণ্যে লইয়ে ভাই মেরেছিলে যায়।
কূপে ফেলেছিলে যারে বেঁধে হাতে পায়॥
দাস বলি সাধুরে বেচেছ যেই জনে।
সেই তো ইসফ আমি দেখ না নয়নে॥
দশ ভাই শুনি তারা মূর্চ্ছিত হইল।
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান কহিতে লাগিল॥
ক্ষমা কর সেই দোষ ইসফ সুজন।
হেন কর্ম্ম না করিব থাকিতে জীবন॥
ইসফ কহেন ভাই কেন কর ভয়।
তোমাদের রক্ষা করিবেন বিশ্বময়॥

এখন বলহ ভাই শুনি সমাচার।
কেমন আছেন তথা জনক আমার॥
ইসফের বাণী শুনি কহে দশ জন।
তোমার বিহনে সদা কাঁদেন রাজন॥
নিরন্তর ক্রন্দনে বহে তাঁর নয়ন।
তোমার অভাবে তাঁর জীবন নিকর॥
ইসফ কহেন শুন আমার বচন।
এক জন শীঘ্র তথা করহ গমন॥
এই সমাচার গিয়ে জনকেরে কহ।
আর তাঁরে সঙ্গে করি এখানে আসহ॥
ইসফের বাণী শুনি ভাই এক জন।
অবিলম্বে কেনানেতে করিল গমন॥
ইসফের সমাচার ভূপেরে কহিল।
শুনি ভূপ হৃদয়েতে জীবন পাইল॥

এয়াকুবের মিসর দেশে আগমন ও পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ, এয়াকুব ও রয়হান নৃপতির কাল প্রাপ্তি এবং ইসফ-জেলে-খার স্বর্গ গমন।

ইসফের সমাচার পাইয়ে রাজন।
অত্যন্ত হইল ব্যগ্র ভূপতির মন॥

মন্ত্রিবরে রাজকার্য্য করি সমর্পণ।
পুত্রসহ মিশরেতে করিল গমন ॥
ইসফ শুনিয়ে অতি হইয়ে সত্বর।
পাত্র মিত্র সমিত্যারে হল অগ্রসর ॥
সমাদরে জনকেরে আনিল ভবনে।
যত্নে ভূপতিরে বসাইল সিংহাসনে ॥
হেরিয়ে পুত্রের মুখ হরিষ রাজন।
প্রেমাবেশে পুত্র মুখ করিল চুম্বন ॥
বাহু প্রসারিয়ে পুত্রে তুলি লয়ে কো
অভিষেক করিলেন নয়নের জলে ॥
পরে ভূপ ইসফের অধর ধরিয়ে।
জিজ্ঞাসে বারতা সব আদর করিয়ে ॥
কহ বাপু কোথায় আছিলে এত কা
কেমনে হইলে এই মিশরে ভূপাল ॥
শুনি জনকের বাণী ইসফ তখন।
একে একে বিবরিয়ে কহে বিবরণ ॥
যে রূপেতে ভ্রাতৃগণ অরণ্যে বধিল।
যে রূপেতে কূপ মধ্যে ফেলাইয়ে দি
যে রূপে মালেক সাধু কিনিয়ে লইল
যে রূপেতে মিশরেতে লইয়ে আইল
যে রূপে আজিজ ক্রয় করিল বাজারে
যে রূপে জেলেখা লয়ে রাখে কারাগা

যে রূপে মিশর ভূপ হয়ে কৃপাবান ।
মিশরেতে সিংহাসন করিল প্রদান ॥
একে একে সকল করিল নিবেদন ।
শুনিয়ে বিস্ময় মানি ভূপতির মন ॥
চিরদিন পরে ভূপ পাইয়ে নন্দন ।
আনন্দ প্রবাহ নীরে করিল মগন ॥
এই রূপে কিছু কাল এক্বুব রাজন ।
মহানন্দে পুত্র সঙ্গ করিল যাপন ॥
পরে এয়াকুব রসুল বৃদ্ধবর ।
কাল প্রাপ্ত গেল তিঁহ অমর নগর ॥
পরেতে ইমফ খাঁ জোলেখা সহিতে ।
কিছু কাল প্রজা পালিলেন আনন্দিতে ॥
প্রভু আজ্ঞা পেয়ে তবে ইমফ সুজন ।
দেহ পরিহরি গেল অমর ভুবন ॥
শোকেতে স্বপত্নী তার হইল অধর ।
ইমফ বিরহে খেদ করিল বিস্তর ॥
তনু ত্যজি প্রেমময়ী অমর ভুবনে ।
ত্বরায় গেলেন স্বীয় প্রিয় অন্বেষণে ॥
মায়াময় কলেবর পড়িয়ে রহিল ।
স্বর্গে ইমফের সহ মিলন হইল ॥

সমাপ্ত ।

মঙ্গলাচরণ।

আদ্যক্ষরে চিত্রকাব্য।

শ্রী—কান্ত চরণ পদ্ম ভাব ওরে মন।
হ—রণ করহ কাল কেন অকারণ॥
রি—পুর দমন করি ভাব সে মাধবে।
মো—হের সাগর হতে পার পাবে তবে॥
হ—ও মন দিবা নিশি রত সেই পথে।
ন—ন্দ সুত যে পথে বিহরে মনোরথে॥
ক—মলাকান্তে না কেন ভাব অনুক্ষণ।
র—তন আছেতে তব নাহিক যতন॥
ম—ত্ত হলে বিষয় বিষয়েতে নিরন্তর।
কা—ল যে আছয়ে শেষে জান না পামর॥
র—মাকান্তে নিরন্তর কর মন ধ্যান।
র—ত হয়ে কর সেই প্রেমরস পান॥
চি—ন্তামণি চিন্তা কর মন রে আমার।
ত—বে হবে ভবার্ণবে সহজে নিস্তার॥

G. P. ROY & CO. PRINTERS